NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

ইডির হেপাজতে চান্দেল, 'সক্রিয়তা'য় সরব তৃণমূল

পৃঃ ৩

কলকাতা ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.04.2026, Vol.19, Issue No. 303, 12 Pages, Price 3.00

বাংলার জন্য দিদির উপহার

লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসিক ₹৫০০ বৃদ্ধি — সাধারণ মহিলাদের জন্য ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) এবং তপশিলি জাতি/জনজাতির মহিলাদের জন্য ₹১,৭০০ (বার্ষিক ₹২০,৪০০)

যুবদের পাশে, জীবিকার আশ্বাসে

জীবিকাহীন যুবদের 'বাংলার যুব-সাথী' প্রকল্পে মাসিক ₹১,৫০০ (বার্ষিক ₹১৮,০০০) আর্থিক সহায়তা।

বাজেটে কৃষি, কৃষকের হাসি

কৃষক পরিবারগুলিকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ₹৩০,০০০ কোটির কৃষি বাজেট

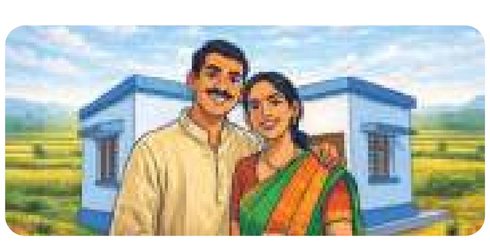

নিশ্চিত বাসস্থান, চিন্তার অবসান

বাংলার সকল পরিবারের জন্য নিশ্চিত পাকা বাড়ি

প্রবীণদের পাশে, যত্নের আশ্বাসে

বর্তমান সকল উপভোক্তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বার্ধক্য ভাতার সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ধীরে ধীরে এই ভাতার সুরক্ষা পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে, সকল যোগ্য প্রবীণ নাগরিককে এর আওতায় নিয়ে আসা।

আবার জিতবে বাংলা

যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে

জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Mahidul Sk, পিতা- Safiruddin Sk, গত 13/04/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Mahidul Sk এবং Mohidul Sk এবং পিতা Safiruddin Sk এবং Safiruddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Piyush Agarwal s/o Ramesh Kumar Agarwal r/o 39/4 Bon Behari Bose Road,Howrah - 711101, WB, have changed my name and shall henceforth be known as Piyush Agarwal instead of Piyush Kumar Agarwal as declared before Executive Magistrate Second Court Howrah (West Bengal) vide affidavit no. 4604 Dated 08.04.2026. Piyush Agarwal and Piyush Kumar Agarwal are same and identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি, Arna Biswas গত ইংরাজী 10/04/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Arna Biswas হইতে Sana Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজী 10/04/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে 5365 নং এফিডেভিট বলে আমি Sana Mondal ও Arna Biswas D/o. Mrityunjay Biswas এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 10894 নং এফিডেভিট বলে আমি Habal Mahammad S/o. Oli Mahammad, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Habal Mahammad S/o. Oli Mahammad (হাবল মহম্মদ পিতা ওলি মহম্মদ), Ismail Sekh S/o. Ali Mohd. Sekh (ইসমাইল সেখ পিতা আলি মহঃ সেখ) and Sekh Ismail S/o. Oli Mohd (সেখ ইসমাইল পিতা ওলি মহঃ) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 190 Polba Assembly, Part No. 114, Sl. No. 301, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

CHANGE OF NAME

I, Md Nayeed Alam, S/O Md Rafiqul Islam, aged about 53 years, residing at Vill & P.O - Chaita, P.S - Matia, Dist.-North 24 Pgs, W.B, do hereby declare that my actual name is Md Nayeed Alam and also my father's actual name is Md Rafiqul Islam, but unfortunately in the 95 Basirhat Assembly Constituency Electoral Roll (2002) my name was posted as Nayeem Alam S/O Rafiqul Islam in error; that both the names Md Nayeed Alam S/O Md Rafiqul Islam and Nayeem Alam S/O Rafiqul Islam refer to one, same & identical person, and Rafiqul Islam and Md Rafiqul Islam also refer to one, same & identical person,i.e. my father & this Affidavit has been sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Basirhat Court, North 24 Parganas on 08.04.2026; henceforth, my actual name Md Nayeed Alam and my father's actual name Md Rafiqul Islam shall be treated for all purposes.

CHANGE OF NAME

I, MAHADEB DEY, father of SAMRAT DEY, residing at 1/1 Raja Janmenjay Road, Kolkata - 700010, vide affidavit no. 11530 sworn before the Notary Public at Alipore on 10/04/2026, do hereby declare that my name has been recorded as MAHADEV DEY in my sons educational certificates, whereas in all other official documents, it is recorded as MAHADEB DEY. SAMRAT DEY S/o MAHADEV DEY and SAMRAT DEY S/o MAHADEB DEY are one and the same identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী জয়দেব ঘোষ, পিতা দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। ঠিকানা- ৩৮, দক্ষিণ পল্লী, রহড়া, খড়দহ, থানা- রহড়া, কোল- ১১৮, আমি ১০৯ খড়দহ বিধানসভার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় কেস নং- ৪৮৬১/১৬, তারিখ- ২৭/১১/২০১৬ একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাহা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় কোর্ট ব্যারাকপুরের বিচার অধীনে। শ্রী জয়দেব ঘোষ।

CHANGE OF NAME

I, Sandeep Baweja W/O Amarjit Singh Baweja residing at 11/68, Gurusaday Road, Kolkata-700019, W.B. Have changed my name and shall hence forth be known as Sandeep Kaur Baweja as declared before the Notary Public High Court, Kolkata vide affidavit no 24AC 950334 dated 13.04.2026 Sandeep Baweja AND Sandeep Kaur Baweja is the same and one identical person.

MISSING INFORMATION

My Client's mother Aparna Kesari & brother Sunil Kesari both W/S/O. Late Kamal Kesari is/are have been missing long long years before from their house Vill. & P.O.: Goswami Malipara, P.S. Dadpur, Dist: Hooghly. my client searched them so many place, but could not trace out. if any person he trace out them, please contact with my client Sumiran Sing. Mob. No. 07487157588.

Tapas Kumar Sao
Advocate
Chandernagore Court & Chinsurah Judges' Court

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমি, সঞ্জিত চাওলা, পিতা- বলবন্ত সিং, ঠিকানা- ৮, সার্কিট হাউস এরিয়া নর্থ ওয়েস্ট, পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড-৮৩১ ০১১, আমার মূল নথিপত্র অর্থাৎ বরাদ্দপত্র অ্যালটমেন্ট লেটার, বিক্রয় বায়নার প্রতিলিপি, পেমেন্ট রিসিট, পজেশন লেটার এবং প্রাপ্তি নং-ডিটি-০১-১০০৩, টাওয়ার-০১, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি- ডাউনটাউন, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৫৬-এর পজেশন সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছি। যদি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- সঞ্জিত চাওলা (মোঃ: ৯১২২২১২৩২১)। অভিযোগকারীর বিবরণ: এফআই নং- ৪৩৩/২০১৪ দিল্লি পুলিশ, সাউথ ডিস্ট্রিক্ট/ক্রাইম ব্রাঞ্চ, দিল্লি, থানা-গ্রেটার কৈলাস/ই-পুলিশ স্টেশন, এনআর নং- ২২২২৩৬/২০২৬, তারিখ: ১৪/০৪/২০২৬।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী প্রবীর চন্দ্র কোলে, ২)শ্রী নবীন কোলে, উভয়ের পিতা ৺তারাপদ কোলে, উভয়ের সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়দ্বয় বিগত ইংরাজি ১০/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস. আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02661/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (শ্রী সুবীর কোলে পিতা ৺তারাপদ কোলে, সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বেনীপুর, জে.এল নং ৩৪, আর.এস. তথা হাল এল. আর. ৯৭৭/১১২৭ নং দাগে, হাল এল. আর. ১৯৭৩ নং খতিয়ান হইতে ১০ ছটাক ৩৫ বর্গফুট শুনা জমি, ১৯৬৯ নং খতিয়ান হইতে ১০ ছটাক ৩৫ বর্গফুট শুনা জমি, ১৯৬৪ নং খতিয়ান হইতে ১০ ছটাক ৩৫ বর্গফুট শুনা জমি, একুনে একটি দাগে তিনটি খতিয়ান হইতে মোট ২ কাঠা ১৫ বর্গফুট শুনা জমি বিগত ইং ১৮/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03159/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী স্বরুপ বিশ্বাস, পিতা জগন্নাথ বিশ্বাস, সাকিম খড়দত্তপাড়া, শ্রীরামপুর পিলা, হাপানিয়া, পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৫১২, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রী স্বরুপ বিশ্বাস, পিতা জগন্নাথ বিশ্বাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-শ্রী সুবীর কোলে (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী মন্টু লাল সরকার পিতা ৺সুধীর সরকার, সাকিম গজঘন্টা, মগরা, হুগলী, মহাশয় বিগত ইংরাজি ১৯/১২/২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02567/2005 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিমাই অধিকারী পিতা বৃষ্ণি অধিকারী দীগর মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদা সম্পত্তি বিগত ইংরাজি ২১/১২/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00234/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (শ্রী অভিজিত চক্রবর্ত্তী পিতা শ্রী তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সাকিম গজঘন্টা (আসাম রোড), মগরা, হুগলী,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ক্ষমতা বলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা গজঘন্টা, জে.এল নং ৪১, ১)আর.এস. ৫৩ তথা হাল এল. আর. ২৫৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল. আর. ৪৭৩ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৫ শতক এবং ২)হাল এল. আর. ২১৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল. আর. ৪৭৪ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৫ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে দুইটি দাগে মোট ১০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৬/০৫/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03195/2013 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী সুন্দরী ঢালী, স্বামী শ্রী সঞ্জয় ঢালী, সাকিম গজঘন্টা মাঠপাড়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রীমতী সুন্দরী ঢালী, স্বামী শ্রী সঞ্জয় ঢালী, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-শ্রী অভিজিত চক্রবর্ত্তী (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই এপ্রিল। ১লা বৈশাখ। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ, দিবা ১১৯ এর পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন ।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(বাংলার নববর্ষ উৎসব। বাঁশুলী দেবীর বার্ষিক উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কোচবিহারে দুই প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গে প্রচারের ঝড় তুলেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচন হতে হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। এদিন অভিষেক কোচবিহার জেলার সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সংগীতা রায় এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের সমর্থনে এবিএন শীল গ্রাউন্ড থেকে পুরাতন পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রোড শো করেন। সেখানে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষের বিপুল উদ্দীপনা এবং অভূতপূর্ব উৎসাহ স্পষ্ট করে দিল-আসন্ন নির্বাচনে মা-মাটি-মানুষের জয় অনিবার্য, মন্তব্য অভিষেকের।

অভিষেক এদিন বলেন, এই পবিত্র মাটিতে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি কিংবা স্বৈরাচারী মানসিকতার কোনো স্থান নেই। বাংলা-বিরোধী শক্তির সমস্ত চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পথেই জবাব দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোচবিহারবাসী। যে স্বৈরাচারী শক্তি মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে বাংলার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যে অপশক্তি এই পবিত্র বাংলার মাটিকে কলুষিত করতে উদ্যত; তাদের সমূলে উৎখাত করতে হবে। আগামী দিনে, মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসাকে পাথেয় করেই তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন অভিষেক।

উত্তর হাওড়ায় ভোটের মাঠে জল-নিকাশি-অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াই, দাবি-পালটা দাবি তুঙ্গে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

উত্তর হাওড়ার বিধানসভা কেন্দ্রে এবার ভোটের মূল ইস্যু নিকাশি আর জমা জল। সঙ্গে জুড়েছে বেআইনি নির্মাণ, আবর্জনা ও ভাঙাচোরা রাস্তার যন্ত্রণা। শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই নিজের মতো করে ময়দানে নেমেছে। উত্তর হাওড়ার ভোটের মাঠে এবার প্রধান অস্ত্র জমা জল আর বেআইনি বাড়ি। নিকাশি নিয়ে শাসক-বিরোধী চাপান-উতোরে সরগরম গোটা কেন্দ্র। রাস্তায় নামতেই ভোটারের

মুখে একটাই প্রশ্ন; নালা কবে পরিষ্কার হবে? তৃণমূল প্রার্থী নিজের কাজের খতিয়ান সামনে এনেছেন। তাঁর দাবি, এলাকায় ২৮০ কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। কিন্তু বিজেপি পুরনো অঙ্ক মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাদের হিসেব, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সাতটি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল পদ্ম শিবির। সেই ফলাফল এবারও ঘুরবে বলে আশাবাদী তারা।

ভোটের সমীকরণে নতুন করে ঢুকে পড়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা কমেছে, হাজার হাজার অবৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ চলে গেছে। এই সংখ্যা ফল বদলে দিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তৃণমূল প্রার্থী গৌতম চৌধুরীর দাবি, এই কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস। প্রত্যেকের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই শোনা যাবে কতটা উন্নয়ন হয়েছে এখানে। কাজের নিরিখেই মানুষ বিচার করবেন। পাল্টা তোপ দেগেছেন বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই। তাঁর সাফ কথা, আবর্জনা, বেহাল নিকাশির সমস্যায় জর্জরিত উত্তর হাওড়া, তার সঙ্গে আছে বেআইনি-অবৈধ নির্মাণের ঘটনা। বাম, কংগ্রেস, তৃণমূলের প্রত্যেকেই ক্ষমতায় থাকাকালীন এই কেন্দ্রের জন্য কেউ কিছুই করেনি। মানুষ এবার মুক্তি চায়। তিনি আরও বলেন, টেন্ট টেরিটোরি প্লট নিয়ে কী বলছেন, সেটা কম্প্রেসরের পরিকল্পনা। এই বিষয়ে ওঁর কোনও লেনদেন নেই। আমরা প্লট খুলে কয়েক মাস ধরে ঘুরছি, উনি একবারও পাল্টে দেখেননি। আমাদের কাছে পুরো জোনের ভিডিও আছে, ভোটার নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই। আমার জনতা আমার সঙ্গেই আছে। নিকাশি ব্যবস্থা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। এর আন্দাজ এ থেকেই করা যায় যে এক ঝলকেই প্রাণ চলে গেল আর বর্ষার সময় আধা দিন পুকুর আর স্কুল জল জমে বন্ধ হয়ে ভোগান্তির শিকার হয়। এবার শুধু ফুল ফুটবে আর অবস্থা পাল্টাবে। উন্নয়নের খতিয়ানও কম নয়। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর হাওড়া জল প্রকল্প শেষ পর্যায়ে। দাবি, বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছবে। ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশির সুরাহা হয়েছে। ঘুসুড়িতে পাইপলাইন বদল হয়েছে। ৬৪ লক্ষ টাকায় চামারিয়া পার্ক সংস্কার হয়েছে। জেএন মুখার্জি রোড, জিটি রোড, বাঁধাঘাট, নতুন মন্দির এলাকা থেকে বড় ভ্যাট সরিয়ে সৌন্দর্যায়ন হয়েছে।

তবু ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ চাপা নেই বাসিন্দাদের গলায়। স্থানীয় এক দোকানি বললেন, বৃষ্টি হলেই হাঁটু জল। ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরোনো দায়। আর এক গৃহবধূর প্রশ্ন, বেআইনি বাড়ি তুলতে দিল কে? নর্দমা তো বন্ধ হবেই।

এলাকাবাসী প্রবীর জানার মতে, বোর্ড না থাকলেও বিধায়ক সব কাজ সামলেছেন। আগের থেকে পরিষেবা অনেক ভালো। সুজিত মণ্ডল বলছেন, জঞ্জাল আর নালার সমস্যা আছে, তবে ফোন করলেই লোক এসে সাফ করে যায়। আবার শম্পা ভট্টাচার্যের অভিযোগ, রাত হলেই গলিতে নেশার ঠেক বসে। বাইরের ছেলেরা এসে আড্ডা মারে, ভয়ে থাকি। অরিন্দম ঘোষ জানালেন, রাস্তার কাজ শুরু করে ফেলে রেখেছে। গাড়ি আটকে যায়, হাঁটাও দায়। কাবেরী সাহার কথায়, মাঠ কমে গেছে, বাড়ি বেড়েছে। তবে বাচ্চাদের সাঁতার শেখাতে বিধায়ক নিজে ব্যবস্থা করেছেন। অভিযোগের তালিকাও দীর্ঘ। অলিগলিতে আবর্জনার পাহাড়, স্বল্পবৃষ্টিতেই জলমগ্ন দশা, পানীয় জলের সমস্যা, একের পর এক বেআইনি বহুতল, বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুরসভার স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া; সব মিলিয়ে উত্তর হাওড়ার ভোট এবার জল আর জঞ্জাল ও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াই।

হাওড়ার প্রচারে মাছ-ভাত খোঁচা, মমতাকে বিঁধলেন মনোজ তিওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটের বাজারে খাবারের পাতেও রাজনীতি। উত্তর হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাইয়ের হয়ে মঙ্গলবার প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে বেঁধালেন ভোজপুরি তারকা ও বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাছ-ভাত প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রাতে সভা শেষে লিট্টি-চোখার পর মাছ-ভাত খাব। এতে দিদির কোনও সমস্যা নেই তো? তাঁর এই বাঁকা মন্তব্যে সভায় হাততালির ঝড় ওঠে। রাজনৈতিক মহলের মতে, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিতর্ক উসকে দিতেই এই খোঁচা। সাম্প্রতিক অতীতে খাবার নিয়ে শাসক-বিরোধী চাপানউতোরের

মধ্যেই মনোজের এই মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করল। উত্তর হাওড়ায় প্রচারের পারদ চড়ছে। তারকা মুখ এনে ভোট টানতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। আর খাবারের পাতে রাজনীতির ঝাঁজ বাড়িয়ে দিলেন মনোজ নিজেই।

কলকাতায় ছোট ছবির স্বপ্ন এবার বড় পর্দায়

কলকাতা: কলকাতায় হয়ে গেল 'শর্টসফ্লিক্স-স্ক্রিন অ্যান্ড স্পিক' শীর্ষক এক বিশেষ আয়োজন। শর্টসফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্টের উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্টস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মঞ্চে প্রদর্শিত হয় ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ও একটি মিউজিক ভিডিও। আয়োজক সৌরভ চক্রবর্তী জানান, শুধু প্রদর্শনী নয়, প্রতিটি ছবির পর নির্মাতারা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে ছিল 'ক্যামেরার স্মৃতি', 'সাহারা', 'ছায়াপথ', 'ভালো আছি', 'কারুবাসনা', 'আয়েশা', 'বিনিময়', 'শুধু মনে রেখো', 'একটাই জীবন', 'ইতি', 'দ্য বিগিনিং', 'আজলি কাজলি' এবং সংগীতচিত্র 'দুগ্গি পূজার হওয়া'।

জেনারেশন জি-রাও বাংলায় অরাজকতার অবসান চাইছেন: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জেনারেশন জেড অর্থাৎ জেন জি'রা বাংলায় আরাজকতার অবসান চাইছেন। মঙ্গলবার সকালে হালিশহর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই বললেন বীজপুর কেন্দ্রের লড়াকু পদ্ম প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান ও প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে রাজু সাহানি এবং রাজা দত্তকে সঙ্গে নিয়ে এদিন তিনি জনসংযোগ করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তরুণ ব্রিগেডের পদ্ম প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, জেন জি'র শিক্ষা ও কর্মসংস্থান চাইছে। বাংলায় আরাজকতার অবসান হোক, এটাই তাঁরা চাইছেন। এমন একটা সরকার আসুক, যেই সরকার তাঁদের কথা ভাববে। সুদীপ্তের কথায়, বাংলায় কাজ নেই। এখানকার যুবকদের কাজের জন্য ভিন যেতে হচ্ছে। তাই জেন জি'রাও চাইছেন, এবার সরকারের বদল হোক। তরুণ পদ্ম প্রার্থী সুদীপ্ত বলেন, সাধারণ মানুষ বুঝে গেছেন, বাংলায় পরিবর্তন আসছে। তৃণমূলের গুন্ডারা কিছুই করতে পারবে না। সুদীপ্তের সংযোজন, মানুষ বুঝে গেছে, প্রশাসন অর্থাৎ রেফারি কড়া ভূমিকা নেবে। যেই প্লেয়ার খেলার নিয়ম মানবে না। তাদেরকে লাল কার্ড দেখানো হবে। প্রসঙ্গত, বীজপুরে কোথাও বিজেপির ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও জয় বাংলা আওয়াজ তুলে বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে সুদীপ্ত বলেন, তৃণমূল তাঁকে আটকাতে পারছে না। প্রতিদিন তিনি জোরকদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের রত্নাকর দস্যুদের বাল্মিকী হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়ে সুদীপ্ত বলেন, ওঁদের যেন শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। তাঁর কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জি কন্যাশ্রী দিচ্ছেন। আবার উনি কন্যাদের রাত আটটার পর বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করছেন। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির ভাঁওতাবাজি এখন মানুষ ধরে ফেলেছে। কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টরের গ্রেপ্তারি নিয়ে সুদীপ্ত বলেন, কয়লা চুরি, গরু চুরির সব টাকাই আইপ্যাকের মাধ্যমে ম্যানেজ হয়। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখন কর্মীদের ভরসা করে না। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক ব্যানার্জি আইপ্যাকের মাধ্যমে টাকা তোলেন।

সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করে পরিদর্শনের নির্দেশ দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে মানুষের আস্থা ফেরাতে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন ও পুলিশকে একযোগে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অতীতের ভোটে যেখানে হিংসা বা ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল, সেই সব এলাকাকে চিহ্নিত করে দ্রুত পরিদর্শন করতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলা শাসক, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের যৌথভাবে এই কাজ করতে হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেসব এলাকায় অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে এই সব এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই সফর যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করে, সেই কারণেই এই পরিদর্শনকে প্রচারের আওতায় আনার কথাও বলা হয়েছে।

এই পরিদর্শনের রিপোর্ট ১৬ এপ্রিল বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি বুথ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মোবাইল, স্যাটেলাইট, ওয়্যারলেস; সব ধরনের ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভোটের দিন যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে ভোটকর্মী, প্রবীণ ও বিশেষ সক্ষমদের ঘরে ঘরে ভোট শুরু কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: ভোট এবার পৌঁছে গেল ঘরের দরজায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কোচবিহার জেলার গ্রামে গ্রামে শুরু হল হোম ভোটিং। নির্বাচন কমিশনের দল পৌঁছে যাচ্ছে ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিক ও ৪০ শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ভোটারদের বাড়িতে। কমিশনের হিসেব, জেলায় মোট ৫ হাজার ৭২৫ জন ভোটারের ঘরে গিয়ে ভোট নেওয়া হবে। ভোটগ্রহণ যাতে নির্বিঘ্নে হয়, সে জন্য প্রতিটি দলের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাড়িতে বসেই ভোট দিতে পেরে খুশি প্রবীণেরা। মাথাভাঙার এক বৃদ্ধা বললেন, বয়সের ভারে বুথে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ওরাই এসে ভোট নিল, এটাই বড় পাওয়া। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, যাঁরা চাইলেও কেন্দ্রে যেতে পারতেন না, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা।

প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রচারে গিয়ে বিজেপি পাঁচ জন কর্মী আক্রান্ত। প্রতিবাদে বিজেপি প্রার্থী, নেতা, কর্মী, সমর্থকদের পথ অবরোধ। ঘটনায় আসরে নামল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপির বসিরহাট ও মালঞ্চ রোড অবরোধে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পিফা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বিজেপির বসিরহাট দক্ষিণের প্রার্থী সৌর্য্য ব্যানার্জি-সহ নেতা, কর্মী, সমর্থকরা মঙ্গলবার ভোট প্রচারে যান কাটাখাল এলাকায়। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, সকাল ৯টা নাগাদ তাঁদের কর্মী, সমর্থকদের শাসকদলের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা প্রচারে বাধা দেয় এবং হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। এরপরেই সেখানে বসে পড়েন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বসিরহাট ও মালঞ্চ রোডের কাটাখালিতে অবরোধ করেন বিজেপি। তাঁদের দাবি, 'অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীরা গ্রেপ্তার না হলে আমাদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি চলবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার না করবে ততক্ষণ আমরা অবরোধ তুলব না।' খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূলের প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র বাদল বলেন, 'এই ঘটনায় তৃণমূল যুক্ত নয়। একদিকে এসআইআর নিয়ে মানুষের মনে এখনও ভীতি কাটেনি। বিপুল লোকের নাম বাদ পরেছে। তার উপর বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ধর্মের তাস খেলছে, উস্কানি দিচ্ছে। ফলে এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। তারই বহিঃপ্রকাশ কিনা পুলিশ সেটা তদন্ত করে দেখুক।'

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৯ হোয়াটস অ্যাপে অভিষেক ও রুজিরার গাড়ি তল্লাশির নির্দেশে বিতর্ক

ভোটের লড়াইয়ে ২,৯২৬ প্রার্থী, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ৯

কলকাতা ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৩ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.04.2026, Vol.19, Issue No. 303, 12 Pages, Price 3.00

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩

আজ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩-এর শুভ সূচনা। সেই উপলক্ষে ‘একদিন’ পত্রিকার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

নীতীশের কুর্সিতে সম্রাট

■ বিহারে বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন সম্রাট চৌধরী। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে নীতীশ কুমার ইস্তফা দেওয়ার দিনই সম্রাট পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হলেন। বিহারের জন্য নিযুক্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘোষণা করেছেন, সম্রাট চৌধরী সর্বসম্মতভাবে বিহারে বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। বিজেপির তরফে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী নীতীশের উত্তরসূরি হতে চলেছেন।

ইডির হেপাজতে চান্দেল, ‘সক্রিয়তা’য় সরব তৃণমূল

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব প্রতীকের স্ত্রী-ভাইকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লাপাচার-কাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের দশ দিন আগে সোমবার রাতে নয়াদিল্লি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অন্যতম শীর্ষ কর্তা ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার দিল্লির বিশেষ আদালত তাঁকে দশ দিনের জন্য ইডির হেপাজতে তুলে দিয়েছে। ইডির দাবি, কয়লা পাচারের টাকা হাওলার মাধ্যমে আইপ্যাকের খাতায় ঢুকেছে। সেই অভিযোগেই প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং আইনে দিল্লি থেকে ধরা হয়েছে ভিনেশকে। এর আগে গত ৮ জানুয়ারি আইপ্যাকের কলকাতার দপ্তরে এবং সংস্থার আর এক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন।

তবে শুধু ভিনেশের গ্রেপ্তারি নয়, কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলায় আইপ্যাকের তদন্তের পরিধি আরও প্রসারিত হয়েছে। এবার নজর পড়েছে সংস্থার আর এক কর্তা প্রতীক জৈনের ঘনিষ্ঠদের উপর। তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে তাঁদের। ইতিমধ্যেই ভিনেশকে গ্রেপ্তারের পর আদালত তাঁকে ১০ দিনের ইডি হেপাজতে পাঠিয়েছে। সেই সূত্রেই তদন্তকারীরা নতুন তথ্যের সন্ধানে পরিবারের সদস্যদের ডাকছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগেও এই সংস্থার একাধিক কর্তাকে তলব করা হয়েছিল। তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সময় চেয়েছেন।

গোটা ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। শাসক পক্ষের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে কৌশল ভেঙে দিতে এই পদক্ষেপ। পালটা বক্তব্য, তদন্তে যা উঠে আসছে, তার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ। ভিনেশের গ্রেপ্তারির খবরে সোমবার রাতেই সরব হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘ভিনেশ চান্দেলের গ্রেপ্তারির ঘটনা শুধু উদ্বেগজনকই নয়, ভীতিপ্রদর্শন।’ তিনি আরও লেখেন, ‘এটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের মূল ধারণাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। এর অর্থ আপনি যদি বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করেন, তবে পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারেন আপনিই। এটি গণতন্ত্র নয়, স্রেফ ভয়ভীতি প্রদর্শন।’

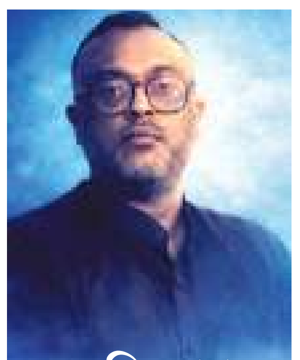

অভিযোগ

সংগঠিত বেআইনি লেনদেন। কালো টাকা ঘুরিয়ে সাদা করা।

হাওলা কারবার। প্রায় ৫০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন। জেরায় অঙ্ক কয়েকশো কোটি ছাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা।

হিসেবে কারচুপি। আসল লেনদেন লুকোতে আয়-ব্যয়ের খাতা ইচ্ছেমতো ভাঙা-গড়া হয়েছে।

নির্বাচনী অস্বচ্ছতা। ভোট প্রচারের খরচে আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে।

‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে বিলম্ব উচিত নয়’

দেরাদুন, ১৪ এপ্রিল: ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে’ আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দেরাদুনে ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ছয় লেনের দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘দশকের অপেক্ষার পর, সংসদ ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ পাশ করেছে। এটি বিধানসভা এবং লোকসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছে। সমস্ত দল এগিয়ে এসে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটিকে সমর্থন করেছে। এখন

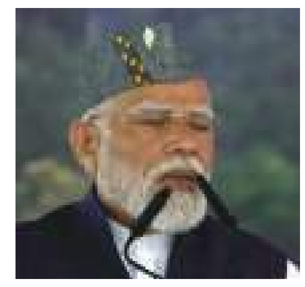

এটি কার্যকর করতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এটি এখনই কার্যকর করা উচিত। দেশে ১৬ এপ্রিল একটি বিশেষ আলোচনার জন্য সব রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্রিত করে এই কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি দেশের সকল বোনদের কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছি। অনেক তাগিদ দিয়ে, দেশের মা-বোনদের এই কাজে অংশীদার হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমি নিশ্চিত, আমার দেশের মা-বোনেরা চিঠিটি পড়বেন। আজ দেবভূমি থেকে আমি আবারও দেশের সব পক্ষের কাছে আবেদন জানাব যে, সংশোধনীকে নিশ্চিতভাবে সমর্থন করার জন্য।’

এরই মধ্যে খবর, লোকসভায় আসন সংখ্যা বাড়াতে বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। সূত্রের খবর, লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করতে চায় কেন্দ্র। বর্তমানে দেশে লোকসভার আসন ৫৪৩। সেটাই এবার বাড়াতে চাইছে সরকার। ৮১৫ আসন থাকবে রাজ্যগুলিতে। ৩৫ আসন থাকবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে। বৃহস্পতিবারই সংসদে বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র। এদিকে এই বিলকে পাশ করাতে হলে সংসদের অভ্যন্তরে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন দরকার বিজেপি বা এনডিএ-র। বিজেপির হাতে রয়েছে ২৯৩টি আসন।

‘দুরন্ত খেলা’র আহ্বান মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর ও সবংয়ের সভামঞ্চ থেকে ফের একযোগে বিজেপি, বাম ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার শুরুতেই তাঁর তোপ, ‘বিজেপির নিজের ক্ষমতা নেই। সিপিএমের লোকেরা বিজেপির হয়ে কাজ করে। বিজেপির বুথে বসার লোক নেই।’

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে তাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী। কমিশনের ‘বার্নল’

প্রসঙ্গ টেনে যোগ করেন, ‘কমিশন যদি বার্নল দেব বলে, আমার আইসক্রিম দেব, যাতে ওরা গরমে ঠান্ডা থাকতে পারে।’ তাঁর সাফ কথা, ‘২৫০ লোক মারা গিয়েছে। একটা ভোট সমান একটা বদলা। তাই এই ভোটে জোড়াফুলে ছাপ দিন।’

‘বাংলায় বাবরি বানাতে দেব না’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বাংলার জমিতে বাবরি মসজিদ বানাতে দেব না’, হুঙ্কার অমিত শাহের। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে এইমস থেকে হাইওয়ে, নির্বাচনী প্রচারে গঙ্গারামপুরে দাঁড়িয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিলেন শাহ। মোটের ওপর ভোটের ময়দানে উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখেই ঝাঁপালেন অমিত শাহ। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরের সভামঞ্চ থেকে একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর তৃণমূলকে বিঁধে বললেন, ‘বাংলার জমিতে বাবরি মসজিদ বানাতে দেব না।’ তৃণমূল সুপ্রিমোকে নিশানা করে শাহ বলেন,

‘বাংলা নববর্ষের দিন দিদিকে টাটা টাটা বাই বাই বলতে হবে। দিদিকে বাংলার ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।’

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ইস্যুকে হাতিয়ার করে এদিন শাহের বক্তব্য, ‘পুনর্ভবা নদীকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়েছে তৃণমূল।’

অতিরিক্ত এসি লাগাতে, আপনার মিটারের লোড বাড়ানোর জন্য অনলাইনে আবেদন করুন। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, এসি লোড অনুমোদন করিয়ে নিন, যাতে, আমরা আপনার বাড়িতে এবং আপনার পারিপার্শ্বিক এলাকাতেও উন্নতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে পারি।

লগ অন করুন **www.cesc.co.in** অথবা ফোন করুন আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে।

For immediate assistance Call **1912 / 033 44031912 / 033 35011912 / 18605001912**

visit: www.cesc.co.in | Follow us on

পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা

আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী,
জয় মা কালী,

আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষ ও ১লা বৈশাখের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই শুভদিনে আমি মা কালীর কাছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন, আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

বিগত ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গবাসী অপশাসন, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির শিকার, যা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার, সম্মান এবং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ওপর চরম আঘাত হেনেছে। আজ যখন আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুঃখ এবং বেদনা দেখি, তখন আমার মন ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হয়। বর্তমান রাজ্য সরকার যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে, তার ফলে মা-বোনেদের নিরাপত্তা, যুবসমাজের কর্মসংস্থান এবং গরীব মানুষের অধিকার থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ বঞ্চিত।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বদা দেশকে তথা আমাদের সমাজকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে। আজ এই শুভ নববর্ষের দিনে আসুন আমরা সবাই মিলে নবজাগরণের সংকল্প গ্রহণ করি, আমরা 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ' গড়ে তুলব, যেখানে প্রত্যেক গরীব মানুষের মাথার ওপরে ছাদ থাকবে, সবার পাতে ভাত থাকবে, মহিলারা নির্ভয়ে ও নিরাপদে বাড়ির বাইরে বের হতে পারবে এবং যুবসমাজকে কাজের খোঁজে নিজের ঘর ছেড়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হবে না।

আজ আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র দেশের সঙ্গে উন্নয়নের পথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে 'বিকশিত ভারত'-এর পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ, এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন কেবল একটি সাধারণ নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ তথা প্রকৃত পরিবর্তন আনয়নের এক সুবর্ণ সুযোগ। এবার সময় এসেছে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অধিকার রক্ষার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার, এই লড়াই বস্তুত ভয় বনাম ভরসার লড়াই। এই নির্বাচনে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, কেবল নিজেদের জন্য নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার পথ প্রশস্ত করতে হবে।

আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, গণতন্ত্রের এই উৎসবে ভয়মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন এবং 'বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ'-এর স্বপ্ন সফল করতে আমাদের সঙ্গী হন।

আমি দৃঢ় বিশ্বাসী ও আস্থাবান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমার উপর ভরসা রেখে আমাদের এক ঐতিহাসিক জয় উপহার দেবেন।

পুনরায় আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
আপনাদের একান্ত আপন,

পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপুন বিজেপি কে জয়ী করুন

‘মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা...’

শান্তনু রায়

আরও একটি বছর অবসানে নতুন বঙ্গাব্দ ১৪৩৩ সমাগত। এদিকে রাজ্যের অষ্টাদশ বিধানসভার নির্বাচনের মহাযজ্ঞের দামামা বেজে গেছে। আর সপ্তাহ খানেক বাদে প্রথমদফার ভোটগ্রহন। শেষলগ্নের প্রচারে পরিবর্তন-প্রত্যাবর্তন উত্তুঙ্গ তরজা- উত্তেজনার মাঝে সূচনা হচ্ছে বাংলা ১৪৩৩ এর অভিযাত্রা,প্রথম ঋতু বৈশাখেরও। রাজনৈতিক প্রচারেও ধ্বনিত হচ্ছে জীর্ণ পুরাতনকে বিদায়ের আহ্বান। তবু বছরের প্রথম দিনে রাজনীতি ‘সচেতন’ উৎসবপ্রিয় বাঙালি রাজনীতি নির্বিশেষে বর্ষবরনের উৎসবেও পিছিয়ে থাকবেনা। নতুন বছরের নবীন প্রভাতকে স্বাগত জ্ঞাপনে উচ্চারিত হবে- এসো হে বৈশাখ। এ আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রন। এ উপলক্ষকে বরং ভোটপ্রার্থীরা জনসংযোগের জন্যে এক বাড়তি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্যমী হবেন।

চলে যাওয়া বছরের সালতামামি করতে গিয়ে প্রথমেই মনেপড়ে যে বছরে হারিয়েছি একাধিক বিশিষ্ট ও কৃতী বঙ্গ সন্তানকে। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অনেক দুঃখজনক বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে- বছরের প্রথমেই পড়শি দেশের প্ররোচনায় পহেলগাঁও এ জঙ্গী হামলায় ধর্ম পরিচয় জেনে বেছে বেছে যে ২৬ জন নিরীহ পর্যটককে নিধন করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিন বঙ্গসন্তান এরাজ্যের বসবাসকারী। তারপর জঙ্গিঘাটি ধূলিসাৎ করে জঙ্গিদের নিকেশ করতে চলেছিল অপারেশন সিঁদুর।আবার এও ঘটনা যে প্রতিবাদের নামে নিছক ধর্মীয়কারণে দাঙ্গাকারিদের হাতে নিধন বা ঘরহারা হওয়ায় গত বাংলা নববর্ষ পালন করতে পারেননি এ রাজ্যেরই কত বাঙালি পরিবার।বছরটা ভালো বারতা নিয়ে আসেনি তাঁদের জন্য এ বলাই বাহুল্য।বছরের শেষের দিকে শুরু হওয়া আমেরিকা-ইজরায়েল বনাম ইরানের ভয়াবহ যুদ্ধের প্রভাবে সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন।

তবু নতুন বছরের প্রথম দিন নিয়ে নূতনের বার্তা, নবীন স্বপ্ন ও সঞ্জীবনী। এদিন তাই নন্দিত হয় বন্দিত হয় নব নব আশায়। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি নববর্ষ হিসেবে বিশেষভাবে উদযাপনের রেওয়াজ খুব সম্ভবত এসেছে ইংরেজদের কাছথেকে নবজাগরণের সময়ে ।

তবে বাংলা নববর্ষের ব্যবহারিক প্রয়োগের সূচনা হয়েছে বাংলার কৃষক সংস্কৃতি ভিত্তি করেই। তখন প্রজারা চৈত্র মাসের শেষে ঐ মাস পর্যন্ত বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করতেন এবং বৈশাখের প্রথম দিন থেকে নতুনখাতায় খাজনার হিসাব রাখা আরম্ভ হয়।সেজন্য হালখাতা অনুষ্ঠান হয় বৈশাখের প্রথম দিনে। এই উপলক্ষে এ দিনে জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন ও কিছু আনন্দানুষ্ঠান হত।ক্রমে এটি একটি বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসবে পর্যবসিত হল। বঙ্গসংস্কৃতির এই ঐতিহ্যের এযনাই আজকের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যাপনের মানসিক রসদ যোগায়। বাংলা নববর্ষের সাথে বর্ষবরনের বিভিন্ন উৎসব সম্পৃক্ত, যার ইতিহাস স্বল্পালোচিত বর্তমান সময়ে। পয়লা বৈশাখের আগেরদিন চড়ক,গাজন এবং তার আগের দিন নীল উৎসব এখনও পালিত হয় সীমিত গন্ডীর নাগরিক পরিসরেও । এ সময় অধিকাংশ বঙ্গবাসীর যাপন বাঙালি আচারে-বিচারে। গাজন বাংলার লোক সংস্কৃতির, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, শৈবসংস্কৃতির অঙ্গ। গাজনের এই সময় শিব যেন গণদেবতা। গাজনে এই কোলকাতায়ই চড়কের মেলা বসে। প্রায় আড়াইশ বছরের ঐতিহ্যবাহী ছাতুবাবুর বাজারের চড়ক ও বিডন স্ট্রীটে চড়কের মেলা এখনো যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। একসময় কলকাতায় গাজন উৎসবে খিদিরপুর, কাঁসারিপাড়া ও জেলেপাড়ার সঙ বের হত ,এরমধ্যে জেলেপাড়ার সঙ বিখ্যাত ছিল।ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কলকাতায় বের হতে থাকে চৈত্র সংক্রান্তিতে এই সঙ যাত্রা। প্রথমদিকে বিখ্যাত কবি রূপচাঁদ পক্ষী(দাস) এবং অন্যরা জেলেপাড়ার সঙের জন্য গান রচনা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল বসু, দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পন্ডিত এবং সজনীকান্ত দাস প্রমুখেরাও ছড়া-গান রচনা করেছেন জেলেপাড়ার জন্য। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর ‘স্মৃতিকথা’ গ্রন্থে তাঁরই উদ্যোগে পাইকপাড়া থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত এরকম একটি জেলেপাড়ার সঙ এর শোভাযাত্রার উল্লেখ করেছেন।

নববর্ষ উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় কেনা কাটা করা, দেওয়া এবং পরার রেওয়াজ এখনো অনেক বাঙালি পরিবারে চালু আছে। এ উপলক্ষে সাহিত্যসৃজন বা গ্রন্থপ্রকাশেরও নজির আছে। নববর্ষ বই উৎসব আয়োজিত হয় কলেজ স্কোয়ারে। এ উপলক্ষে বইপাড়ায় এদিন প্রকাশনা সংস্থায় -লেখকদের সাদর আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ এ উৎসবকে অন্যমাত্রা দেয়।

নববর্ষ উপলক্ষে এদিন প্রভাতফেরী ছাড়াও এক মঙ্গলশোভাযাত্রার পথ পরিক্রমার রীতি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত,এই কোলকাতায়ও ।অভিজাত এলাকা বলে গন্য দক্ষিণ কোলকাতায়ও বর্তমানে এরকম দু’টি শোভাযাত্রা

বের হয়।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা ক্যালেন্ডারের সূচনা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।।আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম একটি মত সাধারনভাবে প্রচলিত থাকলেও অনেকের মতে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন প্রমাণ করে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারমাসের প্রচলন আকবরের রাজত্বকাল বা মোঘল আমলের অনেক আগে থেকেই ছিল ।

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক যে শশাঙ্ক তা গোপন করতে তিনি বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন ইদানীং এমন একটি আখ্যান নির্মাণ করে তাঁকে প্রান্তিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াস প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে হর্ষবর্ধনের বারংবার আক্রমনে বিরক্ত ও শঙ্কিত তিনি বৌদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন(যা হয়ত খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে) তাহলেও বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলনের তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে কার্পন্য কি শশাঙ্ক এক শক্তিমান হিন্দুরাজা ছিলেন এই কারণে ?

অন্যদিকে একশ্রেণীর পণ্ডিতজনেরা ব্যাখ্যা দেন যে প্রজাদের কাছ থেকে সুষ্ঠভাবে খাজনা আদায়ের সুবিধারজন্য ১৫৮৪ সালে সম্রাট আকবরের শাসনকালে হিজরি সনের পরিবর্তে বঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয় রাজজ্যোতিষী আমির ফাতেউল্লাহ সিরাজীর সহায়তায় এবং তখন পয়লা বৈশাখ থেকে হালখাতার সূচনা হত।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় - বঙ্গাব্দের মাস এবং বারের নাম হিন্দু সৌরপঞ্জিকা মতে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় এবং সোম মঙ্গল বুধই রইলো কি করে ,যে নামের সঙ্গে কোন মিল নেই চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইসলামী হিজরী বর্ষপঞ্জীর সাথে।আরও বলার এই যে সম্রাট আকবর তো সারা ভারতের অধিপতি ছিলেন তিনি অন্য কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বাদ দিয়ে যে তালুকে তিনি কখনও পা দেননি কেবলমাত্র সেই সুদূর বঙ্গদেশের জন্য এক পৃথক বর্ষপঞ্জী প্রচলন করতে প্রয়াসী হবেন? বঙ্গাব্দ যে আকবর চালু করেছিলেন এমন কোন উল্লেখ ‘আইন-ই-আকবরী’ বা অন্য কোন প্রামান্য নথিতেও নেই।যদি সত্যই তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করে থাকতেন তাহলে এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয় কি?অন্যদিকে দীন-ই-ইলাহির মতো বর্ষগণনার বিভিন্ন রীতির মিশ্রনে তারিখ-ই-ইলাহি প্রবর্তনেরও তাঁর প্রয়াস সফল হয়নি।এদিকে বাংলার কয়েকটি সুপ্রাচীন(আকবরের জন্মের সময়কালেরও আগেকার) মন্দিরের গায়ে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে আকবরের জন্মের আগে থেকেই বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়েছিল এবং হিসেব অনুযায়ী রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই-হয়ত ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় প্রচলন করেছিলেন।

বাস্তবে স্বাধীনত্তোর ভারতে ইতিহাস চর্চায় একশ্রেনীর ‘বামপন্থী’ ইতিহাসবিদের দলীয় লাইন অনুযায়ী একমাত্রিক ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাঁরা যথেষ্ট ‘বামপন্থী’ নন তাঁদের বৌদ্ধিক চর্চাকে অকারণ নিন্দামন্দ করে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার অপপ্রয়াস চলে ‘বাম’মার্গীয় অসহিষ্ণুতায় বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে। আজও তাঁদের ইতিহাসচিন্তনের অভিমুখকে ‘হিন্দুত্ববাদী’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান । যদিও দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের আগেও ভারতবর্ষ নামে দেশটা ছিল তার নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস নিয়ে। ঠিক তেমনই বঙ্গদেশটাও ছিল মুঘল এবং সুলতানী আমলের অনেক অনেক আগে থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের আজ কতিপয় আত্মঘাতী বাঙালি ও তাদের অনুকরনে বাঙ্গালির স্বনিযুক্ত কিছু সাংস্কৃতিক অভিভাবকরা বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতেছেন ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র ন্যারেটিভের আড়ালে - এদের নিদান পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নিজস্ব উৎসব গণ্য করা কুপমণ্ডুকতা, যেহেতু ‘বৃহৎ বাঙ্গালি’র বহু সংস্কৃত্রি বহতা ধারায় এ পুষ্ট । বাংলা নববর্ষের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা প্রতিষ্ঠিত করার চতুর অভিপ্রায়ে এঁদের কটাক্ষ- ইংরেজরা না থাকলে পয়লা বৈশাখের উৎসবও থাকত না ।

অন্যদিকে পয়লা বৈশাখ এর দিনে নববর্ষ উৎসব উদযাপন ধর্মীয় বিভিন্নতার উর্দ্ধে এক সামাজিক অনুষ্ঠান কিন্তু এর সাথে ‘হালখাতার’ সম্পর্ক থাকায় অনেকদিন পর্যন্ত এটি হিন্দুদের উৎসব এমন একটা ধারনা দিতে সক্রিয় কোন কোন ছিল স্বার্থান্বেষী মহল-একসময় প্রচার চলত এটি হিঁদুয়ানি সংস্কৃতি বলে। তবে পরবর্তীতে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ক্রমে এক জাতীয় উৎসবে পরিগনিত হয়েছে যদিও চান্দ্রমাস অনুযায়ী সেখানে নববর্ষ আসে একদিন আগে ,প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল যে দিনটি সেখানে একবিপুল উৎসাহের সাথে পালিত হয় সেখানকার কিছু গোষ্ঠীর এব্যাপারে গোপন বিরুপতা সত্ত্বেও।

তবে এবঙ্গের উৎসবপ্রিয় অনেক বাঙ্গালির কাছে বিনোদন ও সংস্কৃতি সমার্থক হয়েগেছে।যেকারণে নববর্ষ উৎসব তাঁর গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে নিছক বিনোদন এবং হুল্লোড়ের ভীড়ে । গড়পড়তা কতজন আধুনিক বাঙ্গালি হঠাৎ প্রয়োজনে কোন একদিনের বাংলা মাস সঠিক বলতে পারবেন তা নিশ্চিত নয় ।তবে পূজা-পার্বন, বিয়ে,উপনয়ন বা অন্য কিছু কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে বাংলা মাস তারিখ এবং বারের খোঁজ পড়ে। ইংরেজি নববর্ষ বা ১লা জানুয়ারী হ্যাপি নিউ ইয়ার পালনের আবেদন বর্তমানে এ বঙ্গের বাঙ্গালির কাছে হয়ত বেশি ।তারা বাংলা নববর্ষও উদযাপন করতে চায় ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ এর আদলে। অনেকে পয়লা বৈশাখেও পরস্পরকে চলমান দূরভাষে শুভেচ্ছা জানাতে ‘শুভ নববর্ষ’ বার্তার পরিবর্তে ইংরেজি অক্ষরে লিখে থাকেন ‘হ্যাপি বেঙ্গলী নিউ ইয়ার’। এরাজ্যের স্কুলগুলিতে বাংলাভাষা অবশ্যপাঠ্য করলে বিশ্বনাগরিক হওয়ার হুজুগে বাঙালিদের থেকেই প্রতিবাদ ওঠে। বাঙালিত্ব অতিক্রমনের আবিলতায় আত্মহননের পথে চলা নজরে আসে না।

বাঙ্গালির ঐতিহ্যের সাথে আজ যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবন সম্ভোগের বাসনা । সেদিন গিয়েছে যখন নববর্ষ উপলক্ষ্যে সামর্থ্যনুযায়ী সকল বাঙালি বাড়ীতেই ভালমন্দ রান্না খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হত। এখনও হয়ত হয় কিছু সংখ্যকের বাড়ীতে। তবে বর্তমান গতিময় ব্যস্ত বঙ্গজীবনে অধিকাংশের সেরকম সময় ও উদ্যোগের অভাব । বাঙালি রসনাকে তৃপ্ত করতে জিভে জল আনা বাঙালি খাবারের নববর্ষ স্পেশাল মেনু এখন পাওয়া যায় বিভিন্ন ‘বাঙালি’ রেস্তোরাঁর বিভিন্ন আউটলেটে এবং চাইলে ঘরে বসেও অর্ডার দিলে।এমনকী পানীয় সহযোগে সকল উৎসব উদযাপনের আনন্দে অভ্যস্ত ‘আধুনিক’ বাঙ্গালির ঘরে-বাইরে নববর্ষ পালনে জন্যও ব্যবস্থার খামতি নেই। বিশেষ বিপনিগুলিতে দীর্ঘ সারি নজরে আসে যে কোন উৎসব বা সপ্তাহান্তিক ছুটির প্রাক সন্ধ্যায় । ‘সধবার একাদশী’র সময়ের তুলনায় অনেক ‘আধুনিক’ আজকের বাঙালিসমাজে দস্তুর-খাও পিও মজা কর মশগুল থাকো, সমাজের ন্যায় অন্যায়ে বেশি মাথা ঘামিও না-এই আর কি! ব্যক্তি পরিসরের দোহাই দিয়ে এমন একটা ভাব দেখান হয় যেন উচ্চশিক্ষার পরিসরে মেধা বা বুদ্ধি চর্চার স্বার্থে বিশেষ নেশায় আসক্তি অবশ্যই জরুরী;কখনো বা নিজেকে আধুনিক ব্যতিক্রমী প্রগতিশীল জাহির করার লক্ষ্যেও। তবে হ্যাঁ , পয়লা বৈশাখ কালিঘাট বা দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে শতশত ভক্ত বাঙালির দীর্ঘ লাইন এখনো লক্ষ্য করা যায়। বড় ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগিতায় বাঙালির বলীয়ান নাহলেও বড় মেজ ছোট সব বাঙালি ব্যবসাজীবিদের মধ্যেই বাংলা নববর্ষের পুন্যপ্রভাতে হালখাতা অর্থাৎ নতুন হিসাবের খাতায় নতুন হিসাব লেখার কাজ আরম্ভের আগে খাতাটি দেবীর চরন স্পর্শ করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ এখনও আছে।যেমন সন্ধ্যায় বাঙালির বিপনিতে, প্রধানত স্বর্নালঙ্কারের, ‘হালখাতায়’ নিয়মরক্ষার আপ্যায়ন বিতরন-গ্রহনের, কিংবা উপহার প্রাপ্তির আকর্ষনে অক্লান্ত উৎসাহে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষমাণ বঙ্গজনতার সংখ্যা লক্ষ্য করার মত।

নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিই জাতিসত্তার বনেদ যা কোন জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির, স্বকীয়তার নিদর্শন; জাতিগত অস্মিতার ভিত্তি। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে , এই বাংলায় মানুষ(!)হয়ত হয়েছি, কিন্তু আমরা বাঙালি আছি তো? বছরের এই প্রথম দিনটি বা অন্য বিশেষ দিনকয়েক ব্যতীত অন্যসময়ে আমরা কতজন বাঙালি পরিচয়ের শ্লাঘা অনুভব করি!

এসব ভাবনার অবসর হয়ত এখন মেলেনা ডিজিটাল বঙ্গজনেদের । তাই আত্মবিস্মৃত, শিকড় থেকে চ্যুত বাঙালি জাতিকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় আত্মপরিচিতির ইতিহাসকে, নিজ সংস্কৃতির বীজকে, ঐতিহ্যকে ।

নববর্ষের দেদার আনন্দের মাঝেও তাই একবার কি এ সংকল্পে আমরা প্রবৃত্ত হতে পারিঃ ‘অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ’ যেমন করব তেমনই আমাদের অবশিষ্ট বাঙালিয়ানা যেন ঐতিহ্যের শিকড়ের আকর্ষনকে সর্বদা অনুভবে-অন্বেষনে প্রাণিত করে;নিজ ভাষা সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে আত্মমর্যাদা হারিয়ে আত্মবিনাশে কালের গর্ভে তলিয়ে যাওয়া যেন আমাদের ভবিতব্য না হয় ।

পরিশেষে, কবির ভাষায় বলি —

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর /ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের শিক্ষার বেহাল পরিকাঠামো, স্কুল-কলেজে যাওয়ার অভ্যাস কমছে পড়ুয়াদের

রাজ্যের সরকারি ও আধা সরকার স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিদিনই কমছে পড়ুয়ার সংখ্যা। করোনার সময় দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে রাখায় এই প্রবণতা আরও প্রশ্রয় পেয়েছে। ক্রমশ কিন্তু তা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে। দিন কে দিন পড়ুয়ারা স্কুলেই আসছে না। ভালো ছাত্ররা তো তাও বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনে নিজেদের ব্যস্ত রাখছে। আর একদল নিজেদের বাজে কাজে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ক্লাশ, নাইন, টেন থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু বেশির ভাগ স্কুল থেকে পড়াশোনার পাঠ উঠে গিয়েছে, ফলে পড়ুয়ারাও আগ্রহ হারাচ্ছে স্কুলে যেতে। ফলে স্কুল, কলেজগুলি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে নথিভুক্তিকরণ ও পরীক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষক ও অধ্যাপকরা এখন কার্যত শিক্ষা সহায়ক। তাঁরা আর পড়ান না। শুধু গাইড করেন। পরীক্ষা নেন, খাতা দেখেন। স্কুল থেকে যে প্রবণতা রপ্ত করছে পড়ুয়ারা, তা উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে গিয়ে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এর মধ্যে একদল অভিভাবক বুঝে গিয়েছেন স্কুলে গিয়ে লাভ নেই, তাঁরা ছেলেমেয়েদের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিংয়ে ভর্তি করে দিচ্ছেন। সেখানেও একই খেলা, এরকম অনেক কোচিং স্কুল তৈরি হয়েছে, তারা বলেই দিচ্ছে স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। তাঁদের কোচিংয়ে পড়লেই হবে, তারাই কোনও স্কুলে এনরোলমেন্ট করিয়ে দিচ্ছে। শুধু পরীক্ষাটায় বসার জন্য। এভাবেই চলছে। এভাবেই ধীরে ধীরে উঠে যাওয়ার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা। কলেজগুলির সমস্যা আরও গভীর। প্রতিবছর পাল্লা দিয়ে কমছে পড়ুয়ায় সংখ্যা। তাও বা ভর্তি হচ্ছেন, কলেজে আসতে ব্যাপক অনীহা। কারণ, রুটিনে যা থাকে তার অর্ধেক ক্লাশও হয় না। কেউ বলছেন, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ কমছে মানুষের। কারণ, উচ্চ শিক্ষার পরও যোগ্যতা অনুযায়ী মিলছে না চাকরি। ফলে তৈরি হচ্ছে হতাশা। এটা একটা কারণ, তার পাশাপাশি, একটা বড় সংখ্যক পড়ুয়াদের লক্ষ্য থাকে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা। এই রাজ্যে এই দুটি ক্ষেত্রই এখন যাবতীয় দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। ফলে পড়ুয়াদের এই প্রবণতা কীভাবে ঠেকানো যাবে বলা কঠিন।

শব্দছক ১৩১

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. মানহানি ৩. ভানু ৫. বুনো ৬. লতিয়ে চলা গাছ ৮. নও ১০. গরমমশলার একটি পদ ১১. ত্রিফলার একটি পদ ১৪. পারদ ১৫. অল্প ১৬. কাঠের পাটা আসন ১৮. ব্রহ্মার কান থেকে জাত সপ্তর্ষিদের এক ১৯. কালিমা ২০. লাউ ২২. গণনার যোগ্য ২৩. নাসিকা ২৪. শেয়ানা

ওপর-নিচ: ১. অপর ২. নলি ৪. পক্ষী ৫. শূকর ৭. তালগুড় থেকে নির্মিত পাটালি ৮. মাথহেঁট ৯. স্টিক নিয়ে ছোট বলে খেলা ১১. ভাগ্য ১৩. ইংরাজি প্রতিশব্দে স্মরণ করা ১৬. পক্ক ১৭. ধর্তব্যের বাইরে ১৮. হজমী ঔষধিযুক্ত গাছের পাতা ২১. দুগ্ধ ২২. হস্তী

সমাধান ১৩০ — পাশাপাশি: ১. আলো ৩. আতর ৬. কাকলি ৮. চক্র ৯. নকুল ১০. কানন ১১. মানা ১৩. বারি ১৪. বরাসন ১৬. পারানি ১৮. চিতা ১৯. বদন ২১. খতম ২২. ক্ষর

ওপর-নিচ: ১. আকাশ ২. লোক ৪. তপন ৫. বক্র ৭. লিখন ৮. চলমান ১০. কারিপাতা ১১. নবনির্মিত ১৫. সরব ১৭. বানর ১৮. চিন্তা ২০. দক্ষ

আজকের দিন

■ **১৯৯৪** — মারাকেশ চুক্তির ফলস্বরূপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WT) গঠিত হয়।

■ **২০১৩** — বোস্টন ম্যারাথনের ফিনিশিং লাইনে দুটি বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত, শতাধিক আহত হয়।

■ **২০১৯** — প্যারিসের নটরডেম ক্যাথিড্রালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

জন্মদিন

১৯২২ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার হসরত জয়পুরীর জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনোজ প্রভাকরের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মন্দিরা বেদীর জন্মদিন।*

হসরত জয়পুরী

বাঙালির বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণ মানুষের জীবনের এক গভীর অনুভূতির মুহূর্ত, যা শুধুমাত্র ক্যালেন্ডারের পাতা বদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক বছরজুড়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, আনন্দ ও বেদনার এক সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি। পুরোনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর এই রীতি আমাদের সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালায়। বীরভূম সাহিত্য পরিষদ প্রতি বছর অনুষ্ঠান করে আসছে বর্ষবিদায়েরও

পুরোনো বছরের শেষ প্রান্তে এসে মানুষ স্বভাবতই আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়। গত এক বছরে কী অর্জন করলাম, কোথায় ব্যর্থ হলাম, কোন স্বপ্ন পূরণ হলো আর কোনটি অপূর্ণ রয়ে গেল; এইসব ভাবনায় মন ভারাক্রান্ত হয় আবার একই সঙ্গে সমৃদ্ধও হয়। কারণ প্রতিটি অভিজ্ঞতা, তা সুখকর হোক বা বেদনাদায়ক, আমাদের জীবনকে আরও পরিণত করে। বর্ষ বিদায়ের এই মুহূর্ত তাই একদিকে যেমন স্মৃতিচারণের, অন্যদিকে তেমনি আত্মশুদ্ধিরও সময়।এই আবেগঘন সময়ে অনেকেই পুরোনো অভ্যাস, ভুল এবং দুঃখকে পেছনে ফেলে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সংকল্প নেয়।

এরপর সাতের পাতায়

বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন

শান্তনু রায়

বাঙ্গালির আত্মপরিচিতির ইতিহাসে গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমল (৫৯২-৬২৫) এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় এক শতক বাংলার ইতিহাসে এক দুর্যোগজনক অধ্যায় যা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে অভিধাপ্রাপ্ত।

প্রসঙ্গত ১২৮৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যার বঙ্গদর্শন এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই'। বাস্তবে স্বাধীনত্তোর ভারতে ইতিহাস চর্চায় একশ্রেনীর 'বামপন্থী' ইতিহাসবিদের দলীয় লাইন অনুযায়ী একমাত্রিক ব্যাখ্যান প্রতিষ্ঠার এবং যাঁরা যথেষ্ট 'বামপন্থী' নন তাঁদের বৌদ্ধিক চর্চাকে অকারণ নিন্দামন্দ করে পার্শ্বিকতায় নির্বাসিত করার প্রয়াস চলত 'বাম'মার্গীয় অসহিষ্ণুতায় বা অন্যকোন উদ্দেশ্যে। তাই হয়ত স্যার যদুনাথ সরকার, আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, জি এস সারদেশাই কিংবা ভি এস ভাটনগর প্রমুখের রচিত ইতিহাস বা তাঁদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন তেমন গুরুত্ব পায় না কোন কোন মহলে — আজও তাঁদের ইতিহাস চিন্তনের অভিমুখকে 'হিন্দুত্ববাদী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যদিও অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবর্ষের ইতিহাস আরম্ভ হয়নি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে ,তার আগেও ভারতবর্ষ নামে দেশটা ছিল তার নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস নিয়ে। ঠিক তেমনই বঙ্গদেশটাও ছিল মুঘল এবং সুলতানী আমলের অনেক অনেক আগে থেকে।

বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলে যান না কেন আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতী বাঙ্গালির স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যে এক শ্রেণীর 'পণ্ডিতে'রা 'বামমার্গীয়' ন্যারেটিভ নির্মাণের অত্যুৎসাহে ইতিহাসকে অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করতেও রাজী।

এঁরাই ইদানীং নিদান দিচ্ছেন বঙ্গাব্দের সঙ্গে শশাঙ্কের নাম জড়ানোর চেষ্টার ইতিহাসভিত্তি নেই বলে। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অন্য অন্যবিধ মিথ্যা অপপ্রচার আগেথেকেও চলছিল,ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থভাবে খণ্ডন করা সত্ত্বেও।

বঙ্গাব্দের সূচনাকাল ৫৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দ এসত্য অস্বীকার করতে না পেরে বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলনে শশাঙ্কের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে অনীহায় এখন (অপ)প্রচার চলছে শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করতে পারেন না কারণ স্বাধীন রাজা হিসেবে দেখা দিয়েছেন নাকি ৬০০ খ্রিস্টাব্দের

শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন
মির্জা ইফতিকার হোসেন
সিউড়ি চাঁদনীপাড়া
গভমেন্ট কন্টাকটার
মোবাইল-৯৪৩৪৩০৬৭১৪

পর। কিন্তু কেন এ কার্পন্য? কোন 'পণ্ডিত'জন আবার নিদান দিচ্ছেন-শশাঙ্ককে বঙ্গাব্দস্রষ্টা বলে প্রচার করা শুধু ভ্রান্ত নয়, অতি বিপজ্জনক।কেন-শশাঙ্ক এক শক্তিমান হিন্দুরাজা বিধায় এদেশের সব অগ্রগতি কিছু দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতকের পরে হয়েছে ঢক্কানিনাদিত এই প্রচলিত 'মিথ' দুর্বল হয়ে যাবে এই কারণে?

ইতিহাস বলে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ৫৯৩/৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কোন 'বামপন্থী' কথিত ৬০০ খ্রিস্টাব্দের প্রায় সাত বছর আগে।

সত্য এ যে বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ কবে থেকে চালু হল এবিষয়ে মতের ভিন্নতা আছে-কিন্তু বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের পার্থক্য ৫৯৩ বছরের সহজ হিসেবেই তা বোধগম্য। আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম একটি মত সাধারনভাবে প্রচলিত যদিও অনেকের মতে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস ও দিনের প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল কারন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার যে চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৌড় এর রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন বলে দাবি করা হয়।

৫৯২ বা ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল।তিনি ছিলেন গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজাও।

হিউয়েন সাংএর বিবরন থেকেও জানা সেসময় রাজারা নিজেদের রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কিছু উৎসবের আয়োজন করতেন ; শিবপূজারী রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। হিউএন সাং এর বিবরন থেকে জানা জানা যায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে গৌড় তথা বাংলা কৃষি ব্যবসা বানিজ্য শিক্ষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল-তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্ণ পূর্ব ভারতে সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল-বঙ্গাব্দেরও প্রচলন এই সময়েই। অন্যদিকে কিন্তু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর যদি বঙ্গাব্দ প্রচলন করে থাকেন এবং বঙ্গাব্দের গণনায় যদি তাঁর রাজ্যাভিষেককে সূচনাবিন্দু ধরা হয় তবে এই বছর বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৪৬৭। এই অসামঞ্জস্য সামাল দিতে একশ্রেণীর পণ্ডিতজনেরা ব্যাখ্যা দেন যে আকবর নাকি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন হজরত মহম্মদের মদিনা যাত্রার বছর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যখন থেকে হিজরী বর্ষ গণনারও শুরু। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আকবর বঙ্গাব্দের সূচনা-বর্ষ নির্দিষ্ট করেন তাঁর জন্মেরও ৯২০ বছর আগে থেকে যা কতখানি বাস্তবোচিত তা ভেবে দেখার মতো।এর পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যদি ঐ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্গাব্দের সূচনা হয় তবে ১৫৫৬-য় বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৯৩৪ এবং এবছর হওয়া উচিত ১৪০০ সাল ১৪৩০ নয়।এখানে আবার এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় চান্দ্রবর্ষের নিয়ম মেনে যেহেতু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হিজরি

শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন
মৃণালজিৎ গোস্বামী
সম্পাদক
প্রেরণা, সিউড়ি, বীরভূম
মোবাইল-৭০০১১৫৬১০১

ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৯৬৩ অব্দ ছিল বঙ্গাব্দও হবে ৯৬৩ যদিও হিজরি ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে সৌরপঞ্জিকা ভিত্তিক বঙ্গাব্দ গণনায় এই তিরিশ বছর তফাতের কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায় না।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যনীয়, বঙ্গাব্দের মাস এবং বারের নাম কিন্তু হিন্দু সৌরপঞ্জিকা মতে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য আষাঢ় এবং সোম মঙ্গল বুধই রইলো,যে নামের সঙ্গে কোন মিল নেই চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইসলামী হিজরী বর্ষপঞ্জীর সাথে।আরও বলার এই যে সম্রাট আকবর তো সারা ভারতের অধিপতি ছিলেন তিনি অন্য কোন প্রদেশ বা অঞ্চল বাদ দিয়ে যে তালুকে তিনি কখনও পা দেননি কেবলমাত্র সেই সুদূর বঙ্গদেশের জন্য এক পৃথক বর্ষপঞ্জী প্রচলন করতে প্রয়াসী হবেন? বঙ্গাব্দ যে আকবর চালু করেছিলেন এমন কোন উল্লেখ 'আইন-ই-আকবরী' বা অন্য কোন প্রামান্য নথিতেও নেই।যদি সত্যই তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করে থাকতেন তাহলে এ ঘটনা অস্বাভাবিক নয় কি?অন্যদিকে দীন-ই-ইলাহির মতো বর্ষগণনার বিভিন্ন রীতির মিশ্রনে তারিখ-ই-ইলাহি প্রবর্তনেরও তাঁর প্রয়াস সফল হয়নি। এদিকে

বাংলা ক্যালেন্ডার বা বঙ্গাব্দ কবে থেকে চালু হল এবিষয়ে মতের ভিন্নতা আছে-কিন্তু বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের পার্থক্য ৫৯৩ বছরের সহজ হিসেবেই তা বোধগম্য। আকবরের সময় থেকেই বঙ্গাব্দ চালু হয় এরকম একটি মত সাধারনভাবে প্রচলিত যদিও অনেকের মতে হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারো মাস ও দিনের প্রচলন অনেক আগে থেকেই ছিল কারন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলেও অর্থাৎ সপ্তম শতকেই বাংলা ক্যালেন্ডার যে চালু ছিল এরকমও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৌড় এর রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে এই বাংলায় বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন বলে দাবি করা হয়। ৫৯২ বা ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল।তিনি ছিলেন গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতি ও বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজাও। হিউয়েন সাংএর বিবরন থেকেও জানা সেসময় রাজারা নিজেদের রাজ্যাভিষেক স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ কিছু উৎসবের আয়োজন করতেন ; শিবপূজারী রাজা শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেককে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। হিউএন সাং এর বিবরন থেকে জানা জানা যায় গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে গৌড় তথা বাংলা কৃষি ব্যবসা বানিজ্য শিক্ষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল-তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্ণ পূর্ব ভারতে সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু ছিল-বঙ্গাব্দেরও প্রচলন এই সময়েই। অন্যদিকে কিন্তু ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের পর আকবর যদি বঙ্গাব্দ প্রচলন করে থাকেন এবং বঙ্গাব্দের গণনায় যদি তাঁর রাজ্যাভিষেককে সূচনাবিন্দু ধরা হয় তবে এই বছর বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত ৪৬৭।

বাংলার কয়েকটি সুপ্রাচীন (আকবরের জন্মের সময়কালেরও আগেকার) মন্দিরগাত্রে এবং তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে আকবরের জন্মের আগে থেকেই বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়েছিল এবং হিসেব অনুযায়ী রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময় থেকেই-হয়ত ইসলামি হিজরি বর্ষপঞ্জীর মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানকল্পে সম্রাট আকবর বঙ্গাব্দ অনুযায়ী রাজস্ব আদায় প্রচলন করেছিলেন। যদিও এ বিষয়ে আরো গবেষণা চলতেই পারে।

প্রসঙ্গত বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বঙ্গভূমি তথা বাংলার প্রথম সার্বভৌম শাসক। তাঁর বংশ পরিচয় ও রাজত্বলাভ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনমান্য তথ্যের ঘাটতি থাকলেও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনি ছিলেন মগধের অন্যতম গুপ্ত সম্রাট মহাসেন গুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুস্পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী বা ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন-এমন একটি অপপ্রচার চলছে কোন কোন মহল দ্বারা। কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হলেও

শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহন করুন
ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী
কর্ণধার, আলাপ সাংস্কৃতিক সংস্থা
সিউড়ি নিউ ডাঙ্গাল পাড়া।
মোবাইল-৯০৪৬৩ ৮৮৩৩০

বৌদ্ধাবলম্বী চিনা পর্যটক হিউএন সাং রচিত 'সি-ইউ-কি' গ্রন্থে বিধৃত বিবরন শুধু শশাঙ্কের আমলে বাংলার সামগ্রিক চরম উন্নতির নিদর্শন নয়-তাঁর রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী কর্নসুবর্নের অদূরে সাম্যথিয় বৌদ্ধ শাখার দশটি মঠের সমন্বয়ে বিকশিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সুস্থিত অবস্থানেরও যা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ অপ্রমান করে।

উল্লেখ্য সেই দশটি মঠের সঙ্গে ছিল হিন্দুমন্দিরও যা প্রমাণ করে যে শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী বা ধর্মবিদ্বেষী তো ছিলেনই না বরং তাঁর আমলে ছিল ধর্মীয় সহাবস্থানের আবহ।

বস্তুত শৈবপুজারী হলেও শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমান নেই।

দাদা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু প্রতিশোধ গ্রহণ ও রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করার মানসে বারংবার বাংলা আক্রমন করেও সফল হননি। শশাঙ্ক ছিলেন প্রবল বলশালী; বহিশত্রুর আক্রমণ রুখতে বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি যদি কঠোর হয়েও থাকেন তদ্দ্বারা প্রমানিত হয় না যে তিনি ছিলেন বৌদ্ধবিরোধী বরং তিনি ছিলেন এক উচ্চ মানসিকতার মানুষ।প্রসঙ্গত বানভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বিধায় তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের অবিমিশ্র প্রশংসা ও শশাঙ্কের প্রতি নিন্দামন্দ থাকবে-এই তো স্বাভাবিক।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বোধিবৃক্ষ উৎপাটনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপ্রশ্ন স্বভাবিকভাবে উঠতেই পারে যে যদি শশাঙ্ক এতটাই 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' হয়ে থাকেন তবে তাঁর আমলে এতগুলি প্রচলিত বৌদ্ধমঠের কোনটিই কেন উচ্ছেদ হল না কিংবা সেগুলির অস্তিত্ব যথারীতি বহাল রইলো?এমনকী হিউএন সাং এর অধ্যয়ন স্থল নালন্দা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জনেও শশাঙ্কের সদর্থক ভুমিকা ছিল। উল্লেখ্য ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এবিধ অভিযোগের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অনেকের মতে তাঁর তথাকথিত বৌদ্ধবিরোধী অবস্থান যতখানি রাজনৈতিকভাবে ছিল ধর্ম হিসেবে ততখানি নয়। দ্বিতীয়ত তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে হর্ষবর্ধনের বারংবার আক্রমনে বিরক্ত ও শঙ্কিত তিনি বৌদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন (যা হয়ত সে সময়ে খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না, বিশেষত তীব্র ব্রাহ্মন্যবিরোধী কট্টর বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের আমলে সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মনকুলের কনৌজ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বে বঙ্গদেশ ও কামরূপ অঞ্চলে বসবাসে বাধ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে)।

শশাঙ্ক ছিলেন এক ব্যতিক্রমী রাজা যিনি নিজের পরিশ্রম ও জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ব ও উত্তর ভারতে বিশাল এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর আমলের আগে পর্যন্ত বড় বড় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে এই বঙ্গভূমি শাসিত হত।

ষষ্ঠ শতকের শেষ লগ্নে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহনের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর সাম্রাজ্যএকসময় মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই অর্থে ' রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গালীর আত্মশ্লাঘার প্রতিভু। তাঁকে জানা ও চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় সন্ধানে পরিক্রমা এক সদর্থক প্রয়াস ঘটে।

দুর্ভাগ্যের আজ কতিপয় আত্মঘাতী বাঙালি ও তাদের অনুকরনে বাঙ্গালির স্বনিযুক্ত কিছু সাংস্কৃতিক অভিভাবকরা বাংলা ও বাঙ্গালির প্রকৃত সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় মেতেছেন 'বৃহৎ বাঙ্গালি'র খোঁজে'— এদের নিদান পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নিজস্ব উৎসব গণ্য করা কুপমণ্ডুকতা, যেহেতু 'বৃহৎ বাঙ্গালি'র বহু

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
ইলোরা নাট্য সংস্থা ও
ইলোরা নাট্য পত্রিকা
যোগাযোগ পিন্ডিরা, পূর্ব বর্ধমান ও
নিবেদিতা পল্লী, বোলপুর বীরভূম
মোবাইল-৮৯১৮৮ ১২১৭০

সংস্কৃত্রি বহতা ধারায় এ পুষ্ট । বাংলা নববর্ষের সাথে গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন সম্পর্ক না থাকার কথা প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে উদাহরন সহযোগে বোঝাতে গিয়ে এরা কটাক্ষ করেন-ইংরেজরা না থাকলে নাকি পয়লা বৈশাখের উৎসবও থাকত না এবং ইতিহাসকে অস্বীকার করে কটাক্ষ করেন 'নববর্ষ সন্ধানে জনা কয়েক পণ্ডিতম্মন্য আজকাল কর্ণসুবর্নের রাজা শশাঙ্ক অবধি পৌঁছে গিয়েছেন' ইত্যাদি। ভিন্নমত প্রকাশ পেলেই তা 'হিন্দুত্ত্ববাদী' বা যথেষ্ট 'বৃহৎবাঙ্গালি' নয় এমনভাবে দাগিয়ে দেওয়ার এঁদের প্রবণতা বোধকরি সুস্থবিতর্কের পরিসরটিকেই বিঘ্নিত করে— বিভ্রম জাগে হিন্দু হওয়া এবং তা ব্যক্ত করা কি সুস্থ সঠিক চিন্তা, সত্য অন্বেষণের প্রতিবন্ধক?

প্রসঙ্গত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে উদ্ধৃত করে 'সন' শব্দটির বাংলায় প্রচলন তিব্বতি নৃপতির নাম থেকে এমন একটি প্রচারের অপকৌশল চললেও শামসুজ্জামান খান প্রমুখের দাবি — সন ও সাল যথাক্রমে আরবি ও ফারসি শব্দ হেতু বাংলা সন বা সাল একজন মুসলিম রাজা বা সুলতানেরর প্রবর্তন, যদিও অমর্ত্য সেন মহাশয়ও এ মতের বিরোধিতায় বলেছেন, এর ঐতিহ্যবাহী নাম বঙ্গাব্দ।

অতএব বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গাব্দের প্রচলনের আদি-সন্ধানে যদি কেউ 'কর্ণসুবর্নের রাজা শশাঙ্ক অবধি পৌঁছে গিয়ে' থাকেন তাতে দোষের কিছু নেই; এ চর্চা ভ্রান্ত তো নয়ই বিপজ্জনকও নয়।বরং বাঙ্গালির গৌরবজ্জ্বল অতীতকে ভুলিয়ে দেওয়ার ও মিথ্যাপ্রচারে বিভ্রান্ত করার চতুর অপপ্রয়াস সম্বন্ধে সজাগ সচেতন হতে সহায়ক হবে।

এর সঙ্গে নেই কোন বিরোধ 'বৃহৎবাঙ্গালি' হওয়ারও কারণ এ বাঙ্গালীর আত্মপরিচিতির শিকড়-সন্ধানেই গভীরে যাওয়া-এতে ঋদ্ধ হবে সকল বাঙালিই।

এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...

বাঙালির বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ

ছয়ের পাতার পর

এক নতুন দিনের প্রতিশ্রুতি, নতুন সূর্যের আলো যেন জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেয়;এই আশাই বর্ষ বিদায়ের অন্তর্নিহিত বার্তা। অন্যদিকে, বর্ষ বরণ মানেই আনন্দ, উদ্দীপনা এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মানুষ নানাভাবে প্রস্তুতি নেয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এই দিনটি হয়ে ওঠে এক মিলনমেলার উৎসব। বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরেও বর্ষ বরণ এক বিশেষ সাংস্কৃতিক আবহে উদযাপিত হয়, যেখানে স্থানীয় সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে শহরের সাংস্কৃতিক দলগুলিকে নিয়ে সাংস্কৃতিক মঞ্চে বর্ষ বরণ উপলক্ষে আয়োজিত হয় ক্ষু বৈঠকি আড্ডাক্ষ্ম। সন্ধ্যা নামতেই মঞ্চে শুরু হয় সংগীত, নৃত্য ও কবিতার আসর। স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেন। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লোকসংগীতের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। বিশেষ করে বাউল গানের আবেশে বীরভূমের মাটি যেন তার নিজস্ব ঐতিহ্যকে নতুন করে তুলে ধরে। নৃত্য পরিবেশনাও এই উৎসবের একটি প্রধান আকর্ষণ। ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে যুবক-যুবতীরা নৃত্যের মাধ্যমে তাঁদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। কখনও শাস্ত্রীয় নৃত্য, কখনও আধুনিক নৃত্য;সবকিছু মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দর্শকরাও সেই আনন্দে অংশগ্রহণ করে, হাততালির মাধ্যমে শিল্পীদের উৎসাহিত করে। কবিতা আবৃত্তি এই অনুষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় কবি ও আবৃত্তিশিল্পীরা নতুন বছরকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা পাঠ করেন, যেখানে উঠে আসে জীবনের আশা-নিরাশা, সমাজের বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

এরপর আটের পাতায়

শুভ নববর্ষেই

বাঙালির বিশ্ববাংলার দিগন্ত বিস্তার বিশ্বলোকের অনন্ত আকাশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

অনুকরণপ্রিয় বলে বাঙালি নিজেই নিজেকে গালমন্দ করে । সেখানে হ্যাপি নিউ ইয়ারের মৌতাতে মশগুল বাঙালিকে নিয়েই বাঙালির মুখর কটাক্ষের ফুলঝুরি অবিরত ঝরে পড়ে । বাবু থেকে সাহেব সাজার বাতিকে তখন তার বাঙালিত্বের প্রতি শুধু অনীহাই জাগে না, হীনমন্যতায়বোধে অস্বীকার করার প্রবণতাও জারি হয় । যেন বাঙালি হওয়ার জন্যই তার সাহেব হওয়া হল না। অথচ যতই ব্যর্থ মনোরথে আফশোস করুক না কেন,বাঙালি মনেপ্রাণেই বাঙালি। আর তা বোঝা যায় তার জীবনে,যাপনে। তার মধ্যে স্বাজাত্যপ্রীতির অভাব নেই, সংকট নেই তার যাপনেও। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় পরিপুষ্ট হলেও বাঙালি তার অপরাজেয় স্বভাবজয়ী প্রকৃতিতে আজও তার মাছেভাতের জীবন, বারো মাসে তেরো পার্বণের যাপন অবিচ্ছিন্ন অবিরত । সেখানে গ্রহণের আভিজাত্য আন্তর্জাতিক হলেও যাপনের আপনত্বে এখনও স্বদেশীয় । মনের বিস্তারে তার নিজের মনটাকে নিঃস্ব করে তোলেনি,বরং যাপনে আপন করে সতেজ রেখেছে । প্রয়োজনে সাজসজ্জায় বদল আনলেও মনে সেই ভেতো বাঙালি,বিদেশে গিয়েও মাছভাত খোঁজে,দামী হোটেলেও মায়ের হাতে রান্না । সেখানে হ্যাপি নিউ ইয়ারে মেতে উঠলেও শুভ নববর্ষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে বিস্তার লাভ করে । পূজাকে উৎসবে মিলিয়ে দেওয়া তার বাতিক, প্রয়োজনকে আয়োজনে বিস্তার করাই তার স্বধর্ম । এজন্য পুরনোকে নতুন করে পাওয়ার প্রত্যাশায় নব ও শুভের আয়োজন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেখানে নব নব রূপে আসার আমন্ত্রণ আন্তরিক হয়ে ওঠে, শুভের আড়ম্বরে তার সদিচ্ছায় শুভের ছয়লাপ স্বমূর্তি ধারণ করে । শুভময় বাঙালির শুভকামনা,শুভেচ্ছা থেকে শুভাশিস সর্বত্র তার শুভ হোক-এর দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় । সেখানে নববর্ষকে শুভ বলায় তার স্বভাবসুলভ শুভ দৃষ্টি আসলে শুভাকাঙ্ক্ষার নামান্তর । সময়ের আবর্তনে বসন্তের বর্ষবিদায়ে বিজয়ার আবহের মধ্যেই তার নববর্ষের আগমনী সুর বেজে ওঠে । এজন্য নতুন করে পাওয়ার আনন্দে পুরনোকে বিদায়েও বিষাদ জেগে ওঠে না,বরং জীবনের নবযাত্রার শুভ সূচনা মনকে জাগিয়ে তোলে,চাগিয়ে দেয় । এজন্য হ্যাপি নিউ ইয়ারের উন্মাদনায় যতই হ্যাপি হওয়ার আয়োজন চলুক,তাতে তার মনের সংযোগ ঘটে না। শুভ নববর্ষের মধ্যে তার প্রাণের পরশ,তার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অপার আনন্দ, অনন্ত সম্ভাবনা । বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দিনেও হালখাতার পাতার মতোই নতুন করে জীবন রাঙানোর আয়োজনে শীতলতার হাতছানি তাকে পেয়ে বসে বলেই তীব্র উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়াতেও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা মুখে মুখে ফেরে। তার সঙ্গে যে বাঙালির অস্মিতাবোধ বিজড়িত, বাঙালি জীবনের মাঙ্গলিক শুভযাত্রার সূচনা।

আসলে সময়কে আমরা আমাদের মতো ভাগ করি, সাজিয়ে তুলি। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে,রাত গভীর হলে ভোর জেগে ওঠেই সকালের প্রতীক্ষা করে । অথচ রাত-দিনে সকাল- দুপুর -বিকেলের আবহ বা সন্ধ্যা থেকে ভোরের প্রবাহ জুড়েই আমাদের জীবনের রংবাহারি আয়োজনে কত না তার আলো-আঁধারি খেলা, কত না তার বিচিত্র প্রকাশ,তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে ঋতুরঙ্গ শালাতেও জীবনের বিস্তার বর্ণরঙিন ও মনোহর । ভালোমন্দের চেয়েও তার বৈচিত্রময় প্রকাশ আমাদের প্রাণিত করে,আমাদের নতুন করে রাঙিয়ে দেয় । গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মধ্যেই কালবৈশাখীর ঝোড়ো বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দুর্বিষহ জীবনের আর্তি শোনা গেলেও প্রাণে তার অপরাজেয় শক্তি । বর্ষার আগমনী তাতেই জেগে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যৈষ্ঠেই লিখে ফেলেন 'নববর্ষা' কবিতাটি । অবিরাম বৃষ্টিধারায় বিরহ প্রেমের শূন্যতাবোধ জেগে ওঠে । ঋতুরানী শরতের আগমনেই শারদীয়ার শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে আসে আগমনী,অচিরেই তাতে বিজয়ার বিষাদ এলেও পরের বছরের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে । সেখানে হারানোর ভয় নেই,নতুন পাওয়ার অবকাশ জারি থাকে অবিরত । অন্যদিকে ঋতুরানী থেকে ঋতুরাজের আগমনের মাঝেও চলে জীবনের রসাস্বাদনের বিচিত্র আয়োজন । হেমন্তর নবান্ন থেকে শীতের পৌষপার্বণ। সেদিক বাংলার ঋতুবৈচিত্রই বাঙালির মননে নতুন করে জীবনকে খুঁজে পাওয়ার অবকাশকে আকাশ করে তোলে। সেখানে বাঙালির রসিক প্রকৃতি আনন্দযাপনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় হেমন্তর শূন্য মাঠ বা শীতের শীতার্ত জরাতুর প্রকৃতি সক্রিয় হতে পারে না। শীতের জরাগ্রস্ত জীবনের মধ্যেই যে নবযৌবনের আমন্ত্রণ এসে যায় ! আবার ঋতুরাজ বসন্তের আমন্ত্রণে যৌবনের মৌবন হাতছানি দিলেও তা যে অচিরেই ফুলের মতো ঝরে যাবে,তাও বাঙালির অজানা নেই । এজন্য বসন্তের তাপে দগ্ধ হতে হতেই ফিনিক্স পাখির মতো তার শুভ নববর্ষের চেতাবনি নবজীবনের হাতছানি বয়ে আনে।

ঘরকুনো বাঙালি তার স্বকীয় প্রতিভায় যতই আবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ুক,তার মনের ঘরকে কখনও পর করে তোলেনি। এজন্য তার জীবনে যাপনে,চিন্তা-ভাবনায় যতই কৃত্রিমতা আসুক,তার মধ্যে প্রকাশের মধ্যে যতই নকলনবিশী থাকুক,মনেপ্রাণে তার বাঙালির অস্তিত্ব সগৌরবে সমান সচল । নববর্ষের মধ্যে তার একাত্মতাবোধ এখনও সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বিস্তারে দেশদেশান্তরে বাঙালির অস্তিত্বকে রাঙিয়ে দেয় । সেদিন তার অস্তিত্বের মূলে ফিরে যাওয়ার সদিচ্ছাতে শুধু নিজেকে খুঁজে পাওয়াই শেষ কথা নয়, তার চেয়েও বরং নিজেকে উত্তরণের নতুন পথে চলার আত্মানুসন্ধান জরুরি হয়ে ওঠে । আর সেখানেই আমি বাঙালির চেয়ে বাঙালির আমি প্রাধান্য লাভ করে । স্বভাবের অভাব হলে অস্তিত্বে সংকট অনিবার্য । যার আত্মপরিচয় নেই,সে বড় অভাগা। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার আত্মপরিচয় নির্মাণেও। সেখানে তার বাঙালি পরিচয়ে শুভ নববর্ষ শুধু নতুন বছরকেই উদযাপন করা নয়, নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারেরও অমূল্য পরিসর। প্রতিকূলতা জয় করেই জীবনের উত্তরণ ঘটে। সেখানে আনুকূল্য লাভের চেয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করার গৌরব ও সৌরভ অনেক বেশি মহিমান্বিত । সেখানে শুভ নববর্ষের উদযাপনের মধ্যেই সেই প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করার সাধনা সক্রিয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ব্রত উদযাপনের নবদিশায় প্রতিকূলতাই যে জরুরি,তাও অনস্বীকার্য । কেননা আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সাধনার পথ প্রশস্ত হয় । এজন্য পুরাতন জীর্ণতার মধ্যে নতুনের আবাহনে নতুনের আমন্ত্রণ আমাদের বিমুখ করে তোলে না, জাগিয়ে তোলে নববর্ষের শুভ চেতনা। এজন্য গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর আবহের মধ্যেও 'এসো হে বৈশাখ,এসো, এসো''র আমন্ত্রণ আমাদের মনকে বিস্মিত করে না,বরং উজ্জীবিত করে। এই আমন্ত্রণে যে বাঙালির অসপত্ন অধিকার ! নববর্ষ যে তার নবজীবনের ধ্বজাকে উড়িয়ে দেয়। সেই ধ্বজাই তো তার সাধ ও স্বপ্নের বার্তাবাহী বিজয়কেতন। তার দিকেই যে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে আজীবন । অন্যদিকে বর্ষ মানে শুধু বছর নয়, দেশও । আমাদের দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ । সেদিক থেকে নববর্ষের মধ্যে নতুন দেশের হাতছানিও থাকে। সে দেশ যে বাঙালির একান্ত আপনার,তার সঙ্গে তার অস্মিতাবোধ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে । সেখানেই তার বিশ্ববাংলার দিগন্ত বিস্তার, বিশ্বলোকের অনন্ত আকাশ !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

পয়লা বৈশাখ
বাংলার রূপ

সুবল সরদার

আজ নতুন বছরের জন্ম হয় । তার শুভ জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। শুভকামনা রাইল তারা জন্যে। এই নবজাতকের নামকরণ কি হবে? পয়লা বৈশাখ। বর্ষজীবী এই নবজাতক ৩৬৫ দিন পর বুড়ো হয়ে যাবে , চলে যাবে চিরতরে কালের গর্ভে । আবার একটা নতুন বছরের জন্ম হবে ঘটা করে, শঙ্খধ্বনি বাজবে। নতুন সে চির নতুন। সে একটা নতুন সকাল উপহার দেয়। ভালোবাসার মুহূর্তগুলো র জন্ম হয়। ফুল সৌরভ ছড়ায়। নতুনের সঙ্গে ঘটে আমাদের পরিচয়। নতুনত্বের স্বাদে সব নতুন লাগে ,যা দেখি সব নতুন ! একটা সোনালী পৃথিবী রচনা করে , গলা ছেড়ে গান ধরে।

পয়লা বৈশাখ বাংলার রূপ। বৈশাখ মানে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন। চারদিকে শুধু নতুনের ছোঁয়া। কচিপাতার সমারোহ। গানে দেশ হয়ে ওঠে মাতোয়ারা। ছন্দে লাগে বাতাসে। মন কাব্যিক হয়ে ওঠে। শতরূপে শতরূপা আমাদের এই রূপসী বাংলা। ফুলে ফলে রূপে গন্ধে বর্ণে ছন্দে লাস্যময়ী রূপে রূপসী বাংলা। তখন নদী পাহাড় অরণ্য উৎসব মুখর। ঝরনা নৃত্যরত। পথ ঘাট মাঠে সহসা আনন্দের লহরী বয়ে যায়। পুলকিত দখিনা বাতাসে কোকিলের কুহু কুহু ডাক। পলাশ, কৃষ্ণচূড়া হোলি খেলে রঙ মেখে। পয়লা বৈশাখ আগমন এমন মিষ্টি মধুর অনুভুতির শিহরণ জাগে প্রাণে। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত অনুভুতিগুলো প্রকাশ পায় তার ছোঁয়ায়। বৈশাখ মানে ঋতু মাস, সৌন্দর্যের মাস। মধুমাসে সে গলা ছেড়ে গান ধরে। বৈশাখী প্রিয়ার রূপ ধরে বৈশাখ হয়ে আসে, নব সাজে নব বধূ হয়ে। তখন বলতে ইচ্ছা করে--- তুমি একটা ফুল

তোমাকে দেখে করেছি কী ভুল ?

কমলে কামিনী রূপের মতো বাংলার পূর্ণাঙ্গ রূপ হয়ে আসে পয়লা বৈশা। রূপমতি ঋতুমতী মধুমতি বৈশাখী। অঙ্গে অঙ্গে প্রতি অঙ্গে তরঙ্গ তরঙ্গে পুলক জাগে।

বৈশাখী মানে ভাবনা নির্বাসনের মাস। পয়লা বৈশাখ মানে সারা বছরের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ, আলো, বাতাস ফুলের সৌরভ হয়ে আসে। কোকিলের কুহু কুহু ডাকে পয়লা বৈশাখ আসে। প্রভাতে অরণ কিরণ ছড়িয়ে ঝলমল হয়ে আঙ্গিনায়। স্বাগতম নববর্ষ। শুভময় হোক ১৪৩৪ । পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে তার পথ চলা। কাছে দূরে শত্রু মিত্র প্রেম বিরহ সব আপন হয়ে ফিরে আসে মনের কথা বলতে। হৃদয় হাট হয়ে খুলে যায়। তখন কবিতায় রুবি রায় ফিরে আসে সুর তুলে নুপূরে নির্জন দুপূরে। সে যদি আসে ফিরে। তার ছোঁয়ায় প্রাণ উঠুক জেগে। শুধু তোমাকেই চাই।

তাকে একটা হোটাস অ্যাপ ম্যাসেজ দিই। হ্যালো, কেমন আছো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। কী সুখ! ফুলের গন্ধ ঢালে বাতাসে। তার চুলের গন্ধ ভেসে আসে। সে ফিরে এলে আমার সকল দুঃখ জুড়িয়ে যায়। তাকে আমি সারা হৃদয় -মন দিয়ে ভালোবাসি। সে আমার হৃদয় জুড়ে আছে। আর কোন দিন তার সঙ্গে ঝগড়া করবোনা, করবোনা, করবোনা। একবার তুমি ফিরে এসো পয়লা বৈশাখে বৈশাখী হয়ে। বৈশাখী সন্ধ্যায় যদি দেখা হয় দু'জনার বালুকা বেলায়, শঙ্খচিল নদীর কিনারে। তোমাকে নিয়ে পাড়ি দিই পাল তোলা নৌকা করে অচীন দেশে।

পয়লা বৈশাখের প্রতি বাঙালির অদম্য টান, নাড়ির সম্পর্ক, ভালোবাসার গল্প। ফিরে দেখা।

ফুরানোর মনে কী পুরানো? পুরোনোর সঙ্গে কি নতুনের দেখা হয়? হয় ক্ষণকের রাত্রির আঁধারে। যাই বলে ঝরা পাতার মতো পুরোনো চলে যায়, চিরতরে কালের গর্ভে বিলীন হয়। নতুন বছর ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয় রাত্রির আধার ভেদ করে প্রভাতে। কালের নিয়মে যাওয়া আসা চলতে থাকে। নতুন বছর সবাই নতুন করে দেখে। পুরাতন সে পুরাতন হয়ে চলে সবার অলক্ষ্যে নীরব প্রস্থানে। কোন ফুলমালা তার জন্যে অপেক্ষা করে না। অসমাপ্ত, অপ্রাপ্তির, ক্লান্তিকর জীবন পয়লা বৈশাখ নামক একটা হল্ট স্টেশন পায়। একটু বিরতি।

নতুন সূর্যোদয়। নতুন প্রভাত উপহার পায়। শুরু করে তার পথ চলা। বাংলা-বাঙালি -বাংলা ভাষা- পয়লা বৈশাখ মনে হয় বিনি সুতোর মালা। বাঙালি তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বৈচিত্র্য, ভালোবাসার গল্প নিয়ে আসে পয়লা বৈশাখ। সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত্রির পর্যন্ত চলে সেই ভালোবাসার গল্প, কবিতার ছন্দে ছন্দে ধরে পড়ে তার বিরহ ব্যথা। মনে হয় যশ, খ্যাতি, ঐশ্বর্য সব ফেলে ছুটে যাই তোমার কাছে। প্রাণ জুড়ায় যায় তোমার করুণা ধারায়। তখন লাভ, ক্ষতির হিসেব কে রাখে? প্রাণে বাজে বাঁশি ঐক্যের সুরে ভালোবাসার টানে। আয় ফিরে আয় মাতৃ ক্রোড়ে পয়লা বৈশাখে ।

বাঙালির বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ

সাতের পাতার শেষাংশ

এই কবিতাগুলি শুধু বিনোদন নয়, বরং মানুষের চিন্তাভাবনাকে আরও গভীর করে তোলে। সিউড়ির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যেমন নাট্যদল, সাহিত্যচক্র ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রিত হয়। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্ষ বরণ উৎসবটি হয়ে ওঠে এক বৃহৎ সামাজিক মিলনমেলা। এই অনুষ্ঠান শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।

এছাড়াও, অনেক সংগঠন এই দিনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে, যেমন;গরিব মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, পথশিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা, কিংবা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বর্ষ বরণ উৎসবটি শুধুমাত্র আনন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সমাজকল্যাণের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও বহন করে।

সব মিলিয়ে, বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণ একটি চিরন্তন জীবনচক্রের প্রতীক, যা আমাদের শেখায় পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে এবং নতুনকে স্বাগত জানাতে। সিউড়ি ও বীরভূমের মতো সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ অঞ্চলে এই উৎসবটি শুধু একটি দিন নয়, বরং এক গভীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মানবিকতার এক সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়।

অতএব, পুরোনো বছরের সমস্ত স্মৃতি ও শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে এবং নতুন বছরের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাই এক নতুন পথের দিকে। বর্ষ বিদায়ের বেদনাকে সঙ্গে নিয়ে এবং বর্ষ বরণের আনন্দকে হৃদয়ে ধারণ করে আমরা গড়ে তুলি এক সুন্দর, সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ।

আয়কর ভবনে আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী

■ ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল কলকাতার আয়কর ভবনে। এই বিশেষ দিনে সংবিধান প্রণেতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে একত্রিত হয়েছিলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাবাসাহেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন 'আইটি সেবা' ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ মজুমদার, সহ-সভাপতি অনুপম মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ মজুমদার বলেন, ডঃ আম্বেদকর কেবলমাত্র একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং মানবাধিকারের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায় ও সমতার বার্তা বহন করে চলেছে। অন্যদিকে, অনুপম মজুমদার তাঁর বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরনের অনুষ্ঠান কেবল আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং আম্বেদকরের দর্শনকে দৈনন্দিন জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করাটাই আজকের দিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এদিনের অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলেই বাবাসাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। একটি বৈষম্যহীন, সমতাভিত্তিক ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আয়কর ভবনের এই স্মরণ সভাটি সম্পন্ন হয়।

প্রচারে গিয়ে ঘেরাও প্রিয়াঙ্কা

■ ভোটের উত্তাপ ছড়াল ধাপায়। মঙ্গলবার সকালে এন্টালির বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল প্রচারে নামতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। অভিযোগ, প্রচার শুরুর মুখেই তৃণমূলের কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরে ফিরে যাওয়ার স্লোগান দেন। ঘটনাস্থলে থাকা এক বিজেপি কর্মীর কথায়, দিদি পা রাখতেই ওরা গো ব্যাক বলে তেড়ে এল। আমরা প্রতিবাদ করতেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পাল্টা স্লোগান উঠতেই দুই শিবির মুখোমুখি হয়। পরিস্থিতি হাতাহাতির দিকে গড়াতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মাঝে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষকে সরিয়ে দেয়। বাহিনীর এক জওয়ান বলেন, বচসা বাড়ছিল, তাই আমরা ঢাল হয়ে পরিস্থিতি সামলাই। শেষ পর্যন্ত প্রচার থামিয়ে এলাকা ছাড়েন প্রিয়াঙ্কা।

প্রিয়াঙ্কার দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা একাজ করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এন্টালির তৃণমূল প্রার্থী। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। দলের পতাকা, ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়। পালটা হামলা চালায় বিজেপি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কমিশনের টিম। তাঁরা আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি। আটক করা হয়েছে ৬ জনকে। ভোটের আগে ধাপার এই ছবি বাড়াল রাজনৈতিক পারদ।

মমতাকে নিশানা তাপসের

■ পরের জন্মেও শাস্তি খাটতে হবে, ভোটের প্রচারে নেমে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করলেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। ভোট প্রচারে নিজের কেন্দ্রে ঘুরে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, নিশানায় সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে বেরিয়ে তাঁর কড়া মন্তব্য, মমতা এত কিছু করেছেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়। এত পাপ করেছেন যে জেলে যাওয়া উচিত। বয়সের প্রসঙ্গ টেনে আরও যোগ করেন, কিন্তু মমতার পাপ এত বেশি যে তাঁর বয়স এখনও একাত্তর। এই জন্মে শাস্তি হলে শেষ হবে না। আর পরের জন্ম পর্যন্ত সেই শাস্তি খাটতে হবে। তাপসের এই বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। মানিকতলার অলিগলিতে প্রচার সেরে তিনি বোঝালেন, আক্রমণের ঝাঁঝ কমছে না।

হোয়াটস অ্যাপে অভিষেক ও রুজিরার গাড়ি তল্লাশির নির্দেশে বিতর্ক

স্বাস্থ্য শিবিরের আড়ালে অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল তল্লাশি-নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী। শাসক শিবিরের দাবি, নির্বাচন সংক্রান্ত নজরদারির অংশ হিসেবে তাঁদের গাড়ি তল্লাশির নির্দেশ নাকি পাঠানো হয়েছে 'হোয়াটসঅ্যাপ' বার্তায়।

দলীয় সূত্রে প্রকাশিত একটি চ্যাটের ছবিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনী অর্থ আদানপ্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে; এই সন্দেহ থেকেই কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত। এমনকী বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য শিবিরের আড়ালে অর্থ স্থানান্তরের আশঙ্কা রয়েছে। এই অভিযোগ সামনে এনে তৃণমূলের বক্তব্য, এভাবে নির্দিষ্ট নেতাদের টার্গেট করা হলে নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। তবে চ্যাটের সত্যতা নিয়েই উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। সেখানে নামের বানান ভিন্ন, পরিচয় অস্পষ্ট; ফলে ওই 'অভিষেক' আদৌ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি না, তা নিশ্চিত নয়। স্ত্রীর উল্লেখ থাকলেও নাম নেই, যা জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না মিললেও জানানো হয়েছে, ভোটের আগে যানবাহন তল্লাশি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অতীতে তারা বলেছিল, দ্রুততার জন্য অনেক সময় হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা হয়। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসক নেতৃত্বের অভিযোগ, কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে; এটি কি নিয়মিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ, না কি নির্বাচনী লড়াইয়ের নতুন রাজনৈতিক অস্ত্র?

চলতি মাসেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাঁধে। শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে ইতিমধ্যেই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনে একাধিক রদবদল করেছে কমিশন। তা নিয়ে বিতর্কও দানা বেঁধেছে। এরই মাঝে প্রকাশ্যে কমিশনের একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

ভোটের লড়াইয়ে ২,৯২৬ প্রার্থী, প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মিলিয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থীসংখ্যা চূড়ান্ত করল নির্বাচন কমিশন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়সীমা পেরোনোর পর কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মোট ২,৯২৬ জন প্রার্থী ভোটের লড়াইয়ে নামছেন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম দফায় ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী রয়েছেন ১,৪৭৮ জন। দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে লড়াইয়ে রয়েছেন ১,৪৪৮ জন প্রার্থী। সব মিলিয়ে দুই দফা মিলিয়ে এই বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়েই হতে চলেছে এবারের নির্বাচন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৯ এপ্রিল। মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের কাজ শেষ হয় ১০ এপ্রিল। আর প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ সময় ছিল ১৩ এপ্রিল বিকেল ৩টে পর্যন্ত। তার পরেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি কেন্দ্রেই রিটার্নিং অফিসাররা সরকারি গেজেটে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করবেন। পাশাপাশি মনোনয়ন সংক্রান্ত সমস্ত নথি শিলমোহর দেওয়া খামে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের সুবিধার্থে কমিশনের অ্যাপে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারি মামলা, সম্পত্তি ও দায়বদ্ধতার তথ্যও দেখা যাবে।

পুলকার-বাস ভোটের কাজে তুলে নিচ্ছে কমিশন, অনলাইন ক্লাসের ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গে ভোট। কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা জেলায় চলছে জোর ভোটের প্রচার। ভোট উপলক্ষ্যে এবার বিপুল সংখ্যায় বাস, পুলকার, স্কুল বাস তুলে নেওয়া হচ্ছে। আগামী ২৭ তারিখ থেকেই সেসব গাড়ি তুলে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। পুলকার, স্কুল বাস না থাকলে পড়ুয়ারা কীভাবে স্কুলে আসবে? সেই আশঙ্কায় পড়ুয়াদের কথা ভেবে অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলই ভোটের ওই ক'দিন অনলাইন ক্লাসের কথা ভাবছে। পড়ুয়াদের কথা ভেবেই অনেক স্কুল মাসের শেষ ক'টা দিন অনলাইন ক্লাসের ভাবনাচিন্তা করছে। সূত্রের খবর, ভোটের দিন কিছু স্কুল বন্ধ রাখার ভাবনাও নিয়েছে। নিউটাউনের দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অম্বিকা মেহরা জানিয়েছেন, ২৭ থেকে ৩০ তারিখ অনলাইনে ক্লাস হবে। ২৯ তারিখ ভোটের দিন ছুটি থাকছে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের আটটি বাস ২৫ তারিখ থেকে কমিশন নেবে বলে খবর। কীভাবে ক্লাস হবে, ভাবনাচিন্তা চলছে। শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমির প্রিন্সিপাল গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, স্কুলে পোলিং বুথ হবে। সেজন্য ২৮ তারিখ দুপুর থেকেই স্কুল কমিশনের আওতায় চলে যাবে। অনেকের আশঙ্কা, রাস্তাঘাটে বেরিয়ে নাকাল হতে পারেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে এবার বাংলায় ভোট করাতে বদ্ধপরিকর কমিশন। ভোট উপলক্ষ্যে রাজ্যে অনেক আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকায় বাহিনী টহল দিচ্ছে। আগামী ২৩ তারিখ রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। উত্তরবঙ্গে ভোট শেষ করার পর বাহিনীর একটা বড় অংশ দক্ষিণবঙ্গে আসবে। জানা গিয়েছে, অন্যবারের থেকে অনেক বেশি গাড়ি এবার তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে কার্যত বাস পাবেন না।

মমতা ব্যানার্জিও জেলে যাবেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ভিনেশ চ্যান্ডেলকে সোমবার গ্রেপ্তার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর অর্থাৎ ইডি। মঙ্গলবার সকালে ভাটপাড়ার ১০ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন পুত্র পবনকে সঙ্গে নিয়ে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দিয়া পাঁচমাথা মোড় থেকে প্রচার শুরু করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শরৎপল্লি, প্রেমচাঁদনগর, রামনগর কলোনি ঘুরে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শিব মন্দির হয়ে সুগিয়া পাড়ায় বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং এবং তাঁর পিতা নোয়াপাড়ার প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা শেষে মানিকপীর বাজারে শিব মন্দিরের কাছে তাঁরা প্রচার শেষ করেন। নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এদিন জোরের সঙ্গে দাবি করেন, মমতা চোরও জেলে যাবেন। আইপ্যাকের আরও অনেক পান্ডা গ্রেপ্তার হবেন। তাঁর আরও দাবি, চুরি ও দুর্নীতির দায়ে তৃণমূলের রাঘববোয়ালরা জেলে যাবেন। পুত্র পবন সিংয়ের সমর্থনে প্রচারে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, ভাটপাড়ার মাটি বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। ২০১৯ সাল এবং ২০২১ সালে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি জিতেছে। তাঁর বক্তব্য, ভাটপাড়ার পরিস্থিতি যা তৈরি করা হয়েছে। তাতে ভাটপাড়ার পরিস্থিতি বদলের প্রয়োজন। সেই বদল ঘটাতে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার আনতে হবে। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। অপরদিকে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং বলেন, বাবা এত বছর ধরে রাজনীতি করছেন। সেক্ষেত্রে ভাটপাড়ায় বাবার একটা আলাদা ইমেজ আছে। পুরপ্রধান এবং বিধায়ক থাকাকালীন বাবা মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন। পবনের দাবি, এবারে তিনি ৩০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়লাভ করবেন। তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়ার মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল রেফার রোগে জর্জরিত। রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পবনের আশা, বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে ভাটপাড়ার হাল পুরো বদলে যাবে। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, এখানে বিরোধীদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। বাংলায় এই ধরনের সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। এদিনের ভোট প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা প্রদ্যুৎ ঘোষ, শ্রমিক নেতা পরমেশ্বর সিং ও উমেশ রায়, যুব নেতা পিন্টু সিং, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

NOTI E

Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 04 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 10(Ten) locations under Sagardighi Police Station, 11(Eleven) locations under Raghunathganj Police Station, 2(Two) locations under Farakka Police Station, 11(Eleven) locations under Suti Police Station and 4(Four) locations under Samsherganj Police Station in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **17/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **17/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **17/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **17/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

JATIYATABADI TAPSIL-JATI ADIBASI O ANYANYA ANAGRASAR SAMAJ KALYAN SANGSTHA
CENTRAL COMMITTEE
Office: Dr. Ambedkar Bhavan, 11/1 College Street, P.O.- Krishnagar, Nadia, West Bengal, Pin-741101

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৬শে এপ্রিল, ২০২৬ রবিবার, ১২.৩০ মিনিটে কৃষ্ণনগর ড. আম্বেদকর ভবনে সংস্থার এক সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে।

বিষয়ঃ—আমাদের সংগঠন জাতীয়তাবাদী তফসিলি জাতি আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর সমাজ কল্যান সংস্থার ত্রিবার্ষিক সাংগাঠনিক সম্মেলন এবং সাংগাঠনিক পর্যালোচনান্তে নবনির্বাচিত কমিটি গঠন। সংস্থার আজীবন সদস্যদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ইতি- কিরন মল্লিক
সম্পাদক
১০-০৪-২০২৬

NOTI E

Executive Engineer, Berhampore Division – I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 03 of 2026-2027 for Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 27(Twenty Seven) locations of Berhampore Police Station, 22(Twenty Two) locations of Beldanga Police Station, 16(Sixteen) locations of Nowda Police Station, 15 (Fifteen) locations of Hariharpara Police Station, 19(Nineteen) locations of Nabagram Police Station, 5(Five) locations of Rejinagar Police Station, 17(Seventeen) locations of Kandi Police Station, 8(Eight) locations of Bharatpur Police Station, 19(Nineteen) locations of Burwan Police Station, 8(Eight) locations of Saktipur Police Station, 1(One) locations of Raghunathganj Police Station in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **17/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **17/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **17/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **17/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই-৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দেখুন]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ **ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি)** ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ (এএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার **২০ই জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে **ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা (১) দাস গোল্ড প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টর স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাস এবং শ্রীমতী পম্পা দাস-এর মাধ্যমে (২) শ্রীমতী পম্পা দাস, স্বামী- স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাস (এছাড়াও, জামিনদার স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)**, ঠিকানা- ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১২ **(৩) শ্রী প্রিয়জিৎ দাস, পিতা- স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাস (এছাড়াও, জামিনদার স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) এবং (৪) শ্রীমতী কল্যাণী দাস, স্বামী- শ্রী সুরেন দাস (এছাড়াও, জামিনদার স্বর্গত প্রসেনজিৎ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী)**, ঠিকানা- ৯৬/১ দ্বারিক রোড, পোঃ-চৌহাটি, রাজপুর, সোনারপুর (পৌরসভা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ , ৭০০১৪৯ যারা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন,-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে আইএনআর **২,০৮,৮৫,৩২১/- টাকা (দুই কোটি আট লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশো একুশ টাকা মাত্র)** ০৯.০১.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া এবং চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এই **১১ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে** নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনো রকম লেনদেন না করেন। এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের আইএনআর **২,০৮,৮৫,৩২১/- টাকা (দুই কোটি আট লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশো একুশ টাকা মাত্র) ০৯.০১.২০২৬** অনুযায়ী এবং পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ও খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) ও সাব সেকশন (১৩)-এর প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

সম্পত্তির বিশদ—
ইউনিট নং-এন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আইম্যাক্স ইম্পেরিয়াল নং-১০১/৫, যা প্রায় ২৬ কাঠা, ৮ ছটাক এবং ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত এবং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১০১/৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, পোঃ-ধর্মতলা, থানা-তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩-এ অবস্থিত। যার পরিমাপ ২৩০০ বর্গফুট এবং বাড়ি / প্লটের সীমানা: পূর্ব, ১০১-সি, এস.এন. ব্যানার্জি রোড, পশ্চিম, সাধারণ যাতায়াতের পথ, উত্তর, প্রেমিসেস নং ১৪, ৪৭ এবং ৪৮ ইন্ডিয়ান মিরর, দক্ষিণ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড।

তারিখ: ১১.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড

Offline Short Sealed BID-02 of 2026-27 of EE, P.W.D., BD-II for
1) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 09 (Nine) locations of Doulatabad PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
2) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 19 (Nineteen) locations of Domkal PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
3) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 14 (Fourteen) locations of Islampur PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
4) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 20 (Teenty) locations of Lalgola PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
5) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 14 (Fourteen) locations of Murshidabad PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
6) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 10 (Ten) locations of Raninagar PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
7) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 08 (Eight) locations of Sagarpara PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
8) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 08 (Eight) locations of Ranitala PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
9) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 11 (Elven) locations of Bhaganwangola PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
10) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 11(Eleven) locations of Jalangi PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
11) Emergent supplying of Cot, mattress, bed sheet, pillow, pillow cover, curtain, table and chair on hire basis for accommodation of Company Commanders of CAPF at 07 (Seven) locations of Jiaganj PS in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division No.II, P.W.D.
Date of Publication of BID:- 14.04.2026. Last date and time of application for quotation documents:- 17.04.2026 Upto 1:00 p.m. Last Date and time of issuance of Quotation documents:- 17.04.2026 upto 3.00 pm. Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope :- 17.04.2026 Upto 4:30 p.m. Opening of the Quotations:- 17.04.2026 upto 5.00 PM.
The details can be obtained from the website http://www. wbpwd.gov.in and office notice board.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

বিজ্ঞপ্তি

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের 'মাস্টার ডিরেকশন- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানি-স্কেল বেসড রেগুলেশন) নির্দেশিকা ২০২৩' মেনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে-

১) নিখিল বনসল, ঠিকানা- ৭১, দ্বিতীয় ফ্লোর, ডিফেন্স এনক্লেভ, স্বাস্থ্য বিহার, দিল্লি ইস্ট ১১০০৯২, **২) তারা বনসল,** ঠিকানা- মহল্লা বুচাহেরা, ওয়ার্ড নং ৮, কোটপুতলি, জয়পুর ৩০৩১০৮, **৩) নিখিল বনসল এইচইউএফ,** ঠিকানা- ৭১, দ্বিতীয়ফ্লোর, ডিফেন্স এনক্লেভ, স্বাস্থ্য বিহার, দিল্লি ইস্ট ১১০০৯২, **৪) সিদ্ধার্থ হানসারিয়া,** ঠিকানা- ৮৭ শ্রী বিহার কলোনি, হোটেল ক্লার্কস আমেরের পিছনে, জেএলএন মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৮, **৫) উদিশা হানসারিয়া,** ঠিকানা- ৮৭ শ্রী বিহার কলোনি, হোটেল ক্লার্কস আমেরের পিছনে, জেএলএন মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৮ এবং, **৬) সিদ্ধার্থ হানসারিয়া এইচইউএফ,** ঠিকানা- ৮৭ শ্রী বিহার কলোনি, হোটেল ক্লার্কস আমেরের পিছনে, জেএলএন মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৮, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে 'অধিগ্রহণকারী' হিসেবে অভিহিত) হিসেবে শিউ চাঁদ শর্মা, অমিত শর্মা, নবনীত শর্মা, ললিতা শর্মা, শিব চাঁদ শর্মা **এইচইউএফ,** রিয়া শর্মা, শৈবিকা চান্দেকর এবং অমিত শর্মা ও তাদের সহযোগী/অধিভুক্ত ব্যক্তিগণ যারা বর্তমানে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার (এখানে 'বিক্রেতা' হিসেবে অভিহিত), তাদের কাছ থেকে **৯৯, স্টিফেন হাউস, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ৪, বি.বা.দি. বাগ ইস্ট, কলকাতা ৭০০০০১** ঠিকানায় অবস্থিত একটি বিদ্যমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্স কোম্পানি এবিএস বিপণন প্রাইভেট লিমিটেড-এর (পরবর্তীতে 'কোম্পানি' হিসেবে অভিহিত) সম্পূর্ণ শেয়ারহোল্ডিং (নিয়ন্ত্রণ) গ্রহণ করবেন। এছাড়া **১) নিখিল বনসল (ডিআইএন ০৮৮৯৯২১৫),** ঠিকানা- ৭১, দ্বিতীয় তলা, ডিফেন্স এনক্লেভ, স্বাস্থ্য বিহার, দিল্লি ইস্ট ১১০০৯২, **২) সিদ্ধার্থ হানসারিয়া (ডিআইএন ০৮৮০৫৭৩৫),** ঠিকানা- ৮৭ শ্রী বিহার কলোনি, হোটেল ক্লার্কস আমেরের পিছনে, জেএলএন মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৮ **৩) উদিশা হানসারিয়া (ডিআইএন ১০৬১২৬০২),** ঠিকানা- ৮৭ শ্রী বিহার কলোনি, হোটেল ক্লার্কস আমেরের পিছনে, জেএলএন মার্গ, জয়পুর ৩০২০১৮ কোম্পানির বোর্ডে ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হবেন এবং বর্তমান ডিরেক্টর ললিতা শর্মা **(ডিআইএন ০০৪৬৯১৬১), শিউ চাঁদ শর্মা (ডিআইএন ০০৪৫৯২৬৯) এবং নবনীত শর্মা (ডিআইএন ০৭১৯৪১৪২)**-এর কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, যার ফলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা উপরোক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে উপরোক্ত গ্রহণকারীদের নিকট **১৬ মে, ২০২৬** তারিখে বা তার আশেপাশে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হবে।

এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত, বৈচিত্র্যময় এবং প্রসারিত করা।

যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ এই অধিগ্রহণের ফলে প্রভাবিত হতে পারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় কোম্পানির অধিগ্রহণকারী, বিক্রেতা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে জানাতে পারেন। কোম্পানি ইতিমধ্যেই ০৮/০৪/২০২৬ তারিখের আরবিআই পত্রের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ হস্তান্তরের (নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন) জন্য অনাপত্তি এবং ০৮/০৪/২০২৬ তারিখের আরবিআই পত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের জন্য পূর্বানুমোদন গ্রহণ করেছে।

উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার এই পরিবর্তন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পর থেকে কার্যকর হবে।

অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং উপরোক্ত বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে জারিকৃত।

এবিএস বিপণন প্রাইভেট লিমিটেড
এর পক্ষে এবং জন্যে
শিউ চাঁদ শর্মা
(ডিরেক্টর)
ডিআইএন ০০৪৫৯২৬৯

তারিখ ১৫/০৪/২০২৬
স্থান কলকাতা

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমি আনিসুর রহমান পিতা মরহুম সিরাজুল ইসলাম গ্রাম কাউকে পাড়া পোস্ট দেবালয়া থানা দেগঙ্গা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন ৭৪৩৪২৪ বর্তমানে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে 120 নম্বর দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমার বিরুদ্ধে একটি বিচারাধীন মামলা রয়েছে LD SPECIAL JUDGE CBI (1), BICHAR BHAWAN, KOL - 700001, যার বিবরণ নিম্নরূপ -
মামলা নং: ML 16/2023
(ECIR/KLZO-I/04/2022
Dated - 10/04/2022)
Sections – U/S- 3 & 4 Prevention of Money Laundering Act 2002.
উপরিউক্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and up to two days before the date of poll. **Format C-1**
(for candidates to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **Abdul Soumik Hossain, Ramna Etbarnagar, Karikarpara, Domkal, DOMKAL, Murshidabad - 742406**
Name of political party: **All India Trinamool Congress**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: **West Bengal Legislative Assembly Election- 2026**
Name of Constituency: **63-Raninagar Assembly Constituency**
I **Abdul Soumik Hossain** (name of candidate), a candidate for the above-mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. & Date	Status	Sections & Brief Description
1	2nd Court at Berhampore, Murshidabad	DomkalP.S. Case No. 1264/2015 dated 09/12/2015	For Appearance	U/S143,323,427,504,506 & 34 IPC – unlawful assembly, hurt, damage, intimidation
2	20th Metropolitan Magistrate Court, Kolkata	TaltalaP.S. CaseNo. 348/2013 dated 28/09/2013	For Appearance	U/S143,149,283IPC– unlawful assembly, obstruction

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & Date	Description of Offence	Maximum Punishment
1	CJM, Murshidabad (11/02/2020)	Entering railway premises without authority, trespassing, obstruction	Imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1000 or both

* In the case of Election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency

Format C-1
(for candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: Dr. Pranat Tudu , Ghoradhara P.O. , PS, DIST: - Jhargram Pin: 721507
Name of political party: Bharatiya Janata Party
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election-2026
Name of Constituency: 237- Binpur (ST)
I, Dr. Pranat Tudu , a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Sl. No.	Pending criminal cases			Details about cases of conviction for criminal offences	
	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description offence(s) punishment of & imposed
1	Ld. ACJM, Garbeta, Paschim Medinipur	Garbeta P.S Case No: 146 /24, Dt:- 25/05/2024	Under section 341/323/326/307 /354 /506/34 of I.P.C. These offences are relating to causing grievous hurt, attempt to murder, wrongful restraint, criminal intimidation, Assault or using criminal force with intent to outrage modesty of a women.	NIL	NOT APPLICABLE

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

'বিজেপি ক্ষমতায় এলে সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করব'

দুর্নীতিগ্রস্তদের বেছে বেছে জেলে ভরার সংকল্প শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে এরাজ্যের সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করে দেব। ভাইপো কিছু করতে পারবে না। সবাইকে বেছে বেছে জেলে ভরব।' মঙ্গলবার দুপুরে মালদার মানিকচকে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে আরও একবার নাম না করে রাজ্যের শাসকদলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের মথুরাপুর বিএসএস ফুটবল খেলার মাঠে এই নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মানিকচক ও মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডল এবং নিবারণ ঘোষের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও এদিন এই জনসভা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই মথুরাপুর এলাকার ফুটবল খেলার মাঠে দলের কর্মী, সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষ ভিড় উপচে পড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের ১ ঘণ্টা দেরিতে সভা মঞ্চে আসেন অমিত শাহ। এরপর বিভিন্ন ইস্যুতেও রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'এখানে বালি, সিমেন্ট-সহ বেশ কিছু নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। শুধু তাই নয়, ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে গেলেও সিন্ডিকেটের হয়রানি হতে হচ্ছে। এইসব

কিছুই থাকবে না। শুধু একবার বিজেপি সরকারকে আসতে দিন। যত বড়ই মাথা থাক না কেন, বেছে বেছে সবকে ধরবো। গত বছর মানিকচককে ভূতনিতে বন্যা হল। মালদার আরো কয়েকটি জায়গায় বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল জনজীবন। কেন্দ্র সরকার ১০০ কোটি টাকার বন্যার জন্য দিয়েছে। সেই টাকা কোথায়, তার কোন হদিস নেই। সব কাটমানিতে চলে গিয়েছে। ওরা ভাবছে এভাবে সরকারি অর্থের অপব্যবহার করলে কিছুই হবে না। কিন্তু ক্ষমতায় একবার আসতে দিন, সব বেছে বেছে হিসাব নেওয়া হবে।' এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'মালদার আম জগৎ বিখ্যাত। এই মালদা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে গুজরাট রাজ্য। সেখানে মালদার আম বিক্রি হলে আমরা চেটেপুটে খ ই। কিন্তু আজ পর্যন্ত মালদায় আমকে সংরক্ষণ করে রাখা এবং এই ফলনের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে অসংখ্য আম চাষিরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেক কষ্ট করে তাদের আম উৎপাদন করতে হচ্ছে। বিজেপি সরকার আসলে এই আম শিল্পকে একটা অন্যত্র জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। ব্লকে ব্লকে আম সংরক্ষণ করে রাখার জন্য কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলা হবে।' এদিন অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল মন্ত্র। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে মানুষ বসবাস করবে কিন্তু বাইরের দেশের অনুপ্রবেশকারীরা এখানে রাজত্ব চালাবে, সেটা তো বরদাস্ত করা হবে না। তাই নির্বাচন কমিশন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে এসআইআর করে পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু এতে দিদির দুঃখ হচ্ছে। তাই উনি যেখানে সেখানে আবোল তাবোল বকছেন। এখন সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই দিদিকে বলছি অনেক হল, এবার আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। মানুষ জেগে উঠেছে।'

এদিন হেলিকপ্টার করে মানিকচকে সভা করতে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর সেখান থেকে গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে যান সভা করতে। রাতেই পুরাতন মালদা ব্লকে নারায়ণপুর এলাকার একটি হোটেলেই থাকার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। বুধবার তিনি উত্তরবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে হেলিকপ্টার করে যাবেন।

গঙ্গারামপুর থেকে উত্তরে উন্নয়নের ডালি ও অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া বার্তা অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ যত এগিয়ে আসছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে রাজনৈতিক পারদ ততই চড়ছে। কুশমণ্ডিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গছিয়ারে এক বিশাল জনসভায় যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে একদিকে যেমন তিনি উন্নয়নের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন, তেমনই রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ শানালেন।

এদিন সভামঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য বড়সড় পরিকাঠামো ও শিক্ষা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন অমিত শাহ। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একটি সংযোগকারী মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে একটি এইমস (ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান), একটি ক্যানসার হাসপাতাল এবং আইআইটি ও আইআইএম-এর মতো প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। দার্জিলিংকে ইকো-অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।' একইসঙ্গে রাজ্য ভাগ না করে সাংবিধানিক উপায়ে দীর্ঘদিনের গোর্খা সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে অমিত শাহ সাধারণ মানুষকে নির্ভয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান, 'নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মাটি, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একজন ভূমিপুত্রকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে।'

জাতীয় সুরক্ষা ও সীমান্ত সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত পারের চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে।' এছাড়াও পুনর্ভবা নদী সংস্কার এবং কৃষিজমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি।

মহিলা ভোটারদের মন জয়ে মাসিক আর্থিক সহায়তা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের কথা উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি যুবকদের কর্মসংস্থান এবং কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দলের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের মতো জাতীয় ইস্যুগুলোও উঠে আসে।

'তৃণমূলের কাজই বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ানো'

চাঁচলের সভা থেকে একযোগে মোদী-মমতাকে তোপ রাহুল গান্ধির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরীর মৃত্যু দিবসে মালদায় সভা করতে এসে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এমনকি গণিখান চৌধুরী যে আজও কংগ্রেসের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এসআইআর সম্পর্কিত সাধারণ বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে ঘিরেও কটাক্ষ করেন রাহুল গান্ধি। তিনি আশ্বাস দেন ক্ষমতায় আসলে বাদের তালিকায় থাকা বৈধ ভোটারদের পুনরুদ্ধার করা হবে। যদিও এদিন চাঁচলে রাহুল গান্ধির নির্বাচনী সভায় এত মানুষের সমাগমের মধ্যে ঠেলাঠেলিতেই বেশ কিছু বয়স্ক মানুষেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য পুলিশ ও স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেন।

মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের কলমবাগান মাঠে মালদার বিভিন্ন কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে হেলিকপ্টার করে নির্বাচনী সভা করতে আসেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এদিন তাঁকে ঢাকঢোল বাজিয়ে ফুল ছিটিয়ে বরণ করেন উপস্থিত প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাহুল গান্ধির সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, চাঁচলের কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহেবুব, মালতীপুরের প্রার্থী মৌসম নুর, দক্ষিণ মালদার সাংসদ তথা জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী প্রমুখ। এদিন রাহুল গান্ধি তাঁর বক্তব্যে প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কড়া সমালোচনা করেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়েও তুলোধনা করেন তিনি। বি. আর. আম্বেদকারের জন্মদিন প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধি বলেন, 'সংবিধান রক্ষা করা আজ জরুরি।' বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, 'দেশে কংগ্রেস লড়াই করছে আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে। ওরা ঘৃণা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। যা দেশের ঐক্যকে দুর্বল করছে।' তিনি নিজের 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র উল্লেখ করে বলেন, 'কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি দেশের মানুষকে একত্রিত করার জন্য।' কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে রাহুল অভিযোগ করেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশের সম্পদ বড় শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।' তিনি বিশেষভাবে শিল্পপতি গৌতম গান্ধির-র নাম উল্লেখ করে বলেন, 'বিমানবন্দর, বন্দর, বিদ্যুৎ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতি ও ছোট শিল্পক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বিদেশি শক্তির প্রভাব বাড়ছে।' একইসঙ্গে দিন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি বলেন, 'এরাজ্যে বেকারত্ব বেড়েছে। শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সিন্ডিকেটরাজ চলছে। সাধারণ মানুষ কাজ পাচ্ছেন না। তৃণমূল ও বিজেপিকে আটকাতে একমাত্র কংগ্রেসই পারবে।' এদিকে দিন নির্বাচনী সভা থেকে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন রাহুল গান্ধি। যার মধ্যে রয়েছে, সরকার ক্ষমতায় এলে প্রতি পরিবারে ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা করা হবে। জেলা হাসপাতালে ক্যানসার ও ডায়ালিসিসের ফ্রি চিকিৎসা। কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। চাঁচলের সভা শেষ করে হেলিকপ্টারে কলকাতায় ফিরে যান রাহুল গান্ধি।

তৃণমূলের ইস্তাহারে ভরসা পাচ্ছেন না খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুল বিধানসভার জন্য তৃণমূলের প্রতিজ্ঞা বলে ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়। সেই ইস্তাহারে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেগুলো কী আদেও পূরণ হবে? সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। তৃণমূলের শাসনকালে কী বন্যাপ্রবণ খানাকুলের জন্য বন্যা প্রতিরোধে কিছু করা হয়েছে। প্রশ্ন তুলছে খানাকুলের মানুষ। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি ওই আসনে জয়লাভ করলেও, রাজ্যে সরকার গড়ে তৃণমূল। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি বিধায়কের পক্ষে বড় প্রোজেক্টে কাজ করা সম্ভব নয়। তবুও বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ বিধায়ক হিসাবে তাঁর তহবিল থেকে খানাকুলের মানুষের জন্য পাঁচ বছর কাজ করে গেছেন। বন্যার সময় রাত দিন জেগে নদীবাঁধ মেরামত করা থেকে শুরু করে ত্রাণ বিলি ও আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দেওয়া কাজ করেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য কাজ করেন। অন্যদিকে তৃণমুল সরকারে

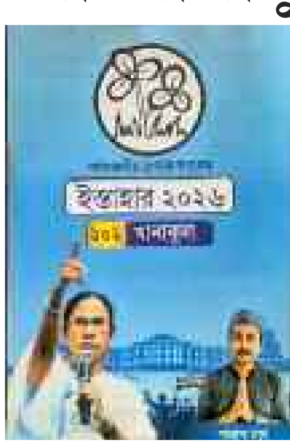

থাকা সত্ত্বেও ভোটের সময় ইস্তেহারে ব্রিজ তৈরির কথা বলছে এবং স্লুইস গেট তৈরির কথা বলছে। আর এতেই ক্ষোভ প্রকাশ করে খানাকুলের মানুষ। উল্লেখ্য, তৃণমূলের ইস্তাহারে বলা হয়েছে, সমগ্র বিধানসভা এলাকায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্লুইস গেট স্থাপন করা হবে, যাতে সেচের জন্য পর্যাপ্ত জল নিশ্চিত করা যায়। ধান্যঘারী এলাকায় সেচ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য একটি স্থায়ী স্লুইস গেট নির্মাণ করা হবে। আশ্রয়ের জন্য খানাকুলে বন্যা ত্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিধানসভা এলাকার খাল ও নদীর তীরে বন্যা রোধের জন্য শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করা হবে। নতিবপুর থেকে গণেশপুর পর্যন্ত একটি এবং জগৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। ধান্যঘারী গ্রাম পঞ্চায়েতে রূপনারায়ণ নদীর ফেরি ঘাটে একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। কিশোরপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ময়াল গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। খানাকুল ২ ব্লকে একটি গ্রামীণ হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। এই সব প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হবে সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন খানাকুলের মানুষ। সবমিলিয়ে খানাকুল বিধানসভায় তৃণমূলের ইস্তাহার নিয়ে সাধারণ খানাকুলবাসীর মধ্যে কোনও প্রভাব পড়েনি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাটের সমর্থনে রোড শো করলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

নকল হইতে সাবধান, তৃণমূল ও বিজেপি ঠিক একই: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার স্কুল ময়দানে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডলের সমর্থনে একটি জনসভায় অংশ নেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। সেদিনের জনসভা থেকে তিনি তৃণমূল ও বিজেপিকে একে অপরের পরিপূরক বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যে সুশাসন ফেরাতে হলে তৃণমূল বা বিজেপি নয় দরকার আইএসএফ সমর্থিত বাম।' নওশাদ আরও বলেন, 'তৃণমূল প্রচার করছে বিজেপিকে হটাতে, তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। অন্যদিকে বিজেপিও তাই প্রচার করছে। এ যেন সেই প্রবাদ বাক্যের মতো হল, নকল বস্তুর প্যাকেটে লেখা থাকে, নকল হইতে সাবধান। আসলে তৃণমূল ও বিজেপি দুই একে অপরের পরিপূরক। দুটি দলই রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। জাতি, ধর্ম নিয়ে এরা রাজনীতি করছে।' পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডলকে সামনের রেখে নওশাদ সিদ্দিকী

বলেন, 'মাসে দেড় হাজার নয় আইএসএফ সমর্থিত বামফ্রন্ট সরকার গড়লে প্রত্যেক পরিবারে একজনের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করবে সরকার, পাশাপাশি মহিলাদের জন্য যারা গৃহবধূ তাঁদের জন্য মাসিক পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হবে।' এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আগামী পাঁচ বছর আপনারা কেমন থাকতে চান? সেটা ভেবেই ভোট দেবেন। যদি সকলেই ভালো থাকতে চান তাহলে নিজের ভোট নিজেই দেবেন।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যে আইএসএফ সমর্থিত বামফ্রন্ট সরকার এলে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পাবে।' সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে এদিন নওশাদ সিদ্দিকীকে দেখতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। চতুর্দিক দিক থেকে ভাইজান ভাইজান শব্দে মুখরিত হল এলাকা।

প্রখর রোদ, প্রচারে দেরি

দলের কর্মীদেরই ক্ষোভের মুখে তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ায় তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকে শেষে মেজাজ হারালেন তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার চুঁচুড়ার দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নিজ দলের কর্মীদেরই ক্ষোভের মুখে পড়লেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, মূলত সময়ের হেরফেরের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দেবাংশু যে প্রচার করবেন, তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। দলীয় কর্মীদের প্রথমে জানানো হয়েছিল, সকাল ৮টার সময় এলাকায় আসবেন দেবাংশু। সেই অনুযায়ী বহু কর্মী-সমর্থক নির্দিষ্ট জায়গায় চলেও আসেন। পরে সেই সময় পরিবর্তন করে জানানো হয় প্রার্থী সকাল সাড়ে ৯টায় আসবেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক পরেও দেবাংশু এলাকায় না পৌঁছানোয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। এদিকে সকাল থেকেই প্রখর

রোদ আর অসহ্য গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্য্য হারান তৃণমূল কর্মীরা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেবাংশু ভট্টাচার্য যখন অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান, তখন উত্তেজিত কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন। পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দলের কয়েকজন প্রবীণ কর্মীদের পাশাপাশি নেতারাও ক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। দেবাংশু নিজেও কর্মীদের পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার সেখানে পৌঁছান। দেবাংশুকে সঙ্গে নিয়ে টোটো করে এলাকায় প্রচার শুরু করেন। যদিও প্রার্থী দলের কর্মীদেরই বিক্ষোভের মুখে পড়ায় তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন থামছে না।

রিষড়ায় আম্বেদকর মূর্তিতে মালা দিতে পারলেন না বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রিষড়া মোড়পুকুরে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসে ফিরে যেতে হল শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থীকে। আম্বেদকর মূর্তিতে মালা দিতে পারলেন না বিজেপি প্রার্থী। চাবি লুকিয়ে রাখার অভিযোগ কমিটির বিরুদ্ধে। অস্বীকার কমিটির।

রিষড়া বাস্তুহারা বাজার থেকে প্রচার শুরু করেন শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য। মোড়পুকুরে ব্রহ্মানন্দ মাঠের পাশেই রয়েছে আম্বেদকরের মূর্তি। অনগ্র জাতি কল্যাণ কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে সেই মূর্তি। মঙ্গলবার বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর সেখানে যেতেই সেই গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিজেপি প্রার্থী নিজে চাবি চাইতে যান কমিটির সদস্যদের কাছে। হাত জোড় করে চাবি চান তাদের কাছে কিন্তু তবুও কোন লাভ হয়নি । তালা না খুলতে পেরে গেটের মধ্যেই মালা ঝুলিয়ে চলে যান ভাস্কর ভট্টাচার্য। সেই কমিটির এক সদস্য বলেন, 'এই মূর্তি অনগ্র জাতি কল্যাণ সমিতির। আমরা এখানে কোনও পলিটিকাল লোককে ঢুকতে দেব না।' রিষড়া তৃণমূল কংগ্রেসের শহরের সহ-সভাপতি শুভজিৎ সরকার বলেন, 'ব্রহ্মানন্দ মাঠে এই বক্তৃতা ছিল আমি কাউন্সিলার থাকার সময় দিল্লি থেকে পারমিশন করিয়ে নিয়েছে পুরসভার সহযোগিতায় মাঠের পাশে মূর্তিটিকে স্থাপন করি। এই জায়গায় কোন পলিটিক্যাল রং লাগার বিষয় নেই, আমাদের তৃণমূল প্রার্থী এলেও আমি সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাই না। বিজেপি প্রার্থী এটা সস্তার পলিটিক্স করছেন।'

নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মঙ্গলবার হেমাতপুর এলাকায় তাঁর কার্যালয় থেকে ইস্তেহার প্রকাশ করেন। স্বপন দেবনাথ তাঁর পরবর্তী উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গীকার হিসেবে সমুদ্রগড়ে কিষাণ মান্ডিতে সবজি কোল্ড স্টোর নির্মাণ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের কলেজ নির্মাণ, নসরতপুরে ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন, নসরতপুরে শশ্মান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি-সহ ১৮টি কাজের কথা তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে বিগত দিনে বিধায়ক থাকাকালীন এলাকার মানুষদের জন্য তিনি কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, তারও খতিয়ান তুলে ধরেন মঙ্গলবার। এদিন তাঁর এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী তথা কামারহাটি পৌরসভার কাউন্সিলর শ্রীতমা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা।

বাংলার কোনায় কোনায় ফুটবে পদ্ম স্বচ্ছতা: প্রশান্ত দিগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'লুটপাট আর দুর্নীতির রাজত্ব এই বাংলায় আর চলবে না' এমনই ক্ষোভ আর প্রত্যয়ের সুর শোনা গেল আরামবাগের গোঘাট এলাকায় বিজেপির প্রচার মিছিলে। 'এই মাটিতে লুটেরাদের কোনও জায়গা নেই, মানুষ আজ জেগে উঠেছে' মিছিলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এক প্রবীণ মানুষের মুখে এমন কথাই শোনা গেল, যা যেন বর্তমান রাজনৈতিক আবহেরই প্রতিফলন। এবার গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন প্রশান্ত দিগার। তাঁর সমর্থনে জোরকদমে চলছে প্রচার। স্থানীয় মানুষদের দাবি, প্রচারে সক্রিয়তা এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের দিক থেকে তিনি অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ নির্মল মাঝিও নিজের মতো করে প্রচার চালালেও, মাঠের লড়াই যে জমে উঠেছে, তা স্পষ্ট। প্রশান্ত দিগারের প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে গ্রামীণ সমস্যা ও কৃষকদের দাবি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নের, যা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। স্থানীয় এক কৃষক হরিপদ মণ্ডল বলেন,'আমরা অনেক বছর ধরে নানা প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি, কিন্তু বাস্তবে খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি। এবার প্রশান্তবাবু যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, মাঠে নেমে সমস্যার কথা শুনছেন,তাতে একটা বিশ্বাস তৈরি হচ্ছে।' প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রশান্ত দিগার বলেন,'প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। তৃণমূলের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেছে। পরিবর্তনের ঢেউ আর থামবে না। এবার বাংলার প্রতিটি কোণায় কোণায় ফুটবে পদ্ম স্বচ্ছতা, উন্নয়ন আর ন্যায়ের পথে এগোবে আমাদের প্রিয় বাংলা।' ভোটের আর বেশি দেরি নেই। এখন দেখার, মানুষের এই প্রত্যাশা এবং ময়দানের লড়াই শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়।

মঙ্গলেই দিল্লি ফিরলেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মঙ্গলবার রাহুল গান্ধি পশ্চিমবঙ্গ সফরে নির্বাচনী প্রচার সেরে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে দিল্লি ফিরে গেলেন। প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধি উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি সভায় প্রচার করে হেলিকপ্টারে অন্ডাল বিমানবন্দরে আসেন। অন্ডাল বিমানবন্দরে তাঁকে পুষ্প স্তবক দিয়ে স্বাগত জানান প্রাক্তন লোকসভার সদস্য ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ফুরকন আনসারি ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী। রাহুল গান্ধি জেলা নেতৃত্বের কাছে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে জেলার দলীয় রাজনৈতিক প্রচার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং জোরদার প্রচার করার পরামর্শ দেন।

রানিবাঁধে একসঙ্গে ভোট বয়কটের ডাক চারটি গ্রামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট বয়কটের পথে যেতে চলেছে বাঁকুড়ার গ্রাম। তাও আবার একটা, দুটো নয় এক এলাকার চারটি গ্রাম এই ভোট বয়কটের কথা জানিয়েছে। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় এক দশক আগে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা রাস্তাটি পাকা হয়েছিল। এখন সেই রাস্তার অবস্থা চরম বেহাল। গ্রামগুলোতে পাইপ লাইন বসলেও এক ফোঁটা জলও মেলেনি। গ্রামগুলি চরম অবহেলিত। এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের চারটি গ্রামের মানুষ। তাঁরা এই ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে নেমেছেন রাস্তায়। এতেই ভোটের মুখে শোরগোল পড়ে গেছে জেলার রাজনীতিতে। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ একসময় ছিল মাওবাদীদের অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র। গত ২০১১ সাল পর্যন্ত এই এলাকা ছিল লাল দুর্গ। তবে২০১৬ থেকে এই এলাকা তৃণমূলের দখলে রয়েছে। এই এলাকা থেকে জিতে ২০২১ সালে রাজ্যের মন্ত্রীও হন তৃণমূলের জ্যোৎস্না মাণ্ডি। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, একের পর এক গ্রামে কোথাও রাস্তা বেহাল আবার কোথাও পানীয় জলের আকাল। রানিবাঁধ বিধানসভার চালসা, ডুমুরডাঙা, জভি ও বাগদিয়া গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে ডাক দিলেন ভোট বয়কটের। ওই চারটি গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য রাজ্যে পালাবদলের পর পরই চালসা মোড় থেকে ডুমুরডাঙা ও জভি হয়ে বাগদিয়া পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই রাস্তা পুরোপুরি বেহাল। আবেদন নিবেদনে রাস্তা সারাই না হওয়ায় ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা। রানিবাঁধের বিজেপি প্রার্থী ক্ষুদিরাম টুডু বলছেন, 'ভোট বয়কট সমাধান নয়। বিজেপিকে ভোট দিয়ে জেতালে আগামীদিনে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় গ্রামবাসীদের সমস্যা সমাধান করবেন।' চুপ করে নেই তৃণমূলও। রানিবাঁধের তৃণমূল প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদা বলছেন, 'ভোট বয়কট করলে গ্রামবাসীদেরই ক্ষতি। ভোট পেরোনোর পরই ওই কাজ শুরু হবে।' তবুও ভোট বয়কটের ডাকে অনড় গ্রামবাসীর।

শাহের রোড শো শেষ হতেই দুর্গাপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর রোড শো শেষ হতেই গভীর রাতে উত্তেজনা ছড়ালো শহরে। শাসক ও বিরোধী দুই দলের বেশ কয়েকজন ঘটনায় আহত। তাঁরা দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাঁকুড়া মোড় এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দু'পক্ষের অন্তত দু'জন কর্মী আহত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের ভর্তি করা হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই এবং তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত। বিজেপির অভিযোগ, দলের কর্মী রবি দাসকে অমিত শাহর রোড শো'তে যাওয়ার 'অপরাধে' মারধর করে মাথা ফাটানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত বলেন, 'অশান্তির আগুন জ্বালানো সহজ, কিন্তু তা নেভানো কঠিন।'

নয়ডায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ৩৫০, যোগী সরকারকে তির অখিলেশের

নয়ডা, ১৪ এপ্রিল: আবার নতুন করে উত্তপ্ত নয়ডা। মঙ্গলবার সকালে নয়ডার সেক্টর ৮০-তে নতুন করে অশান্তির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। আহুজা কারখানার কর্মীরা মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অনেকের দাবি, সরকার যে পরিমাণ বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন।

এদিকে, সোমবারের অশান্তির ঘটনায় ৩৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অতিরিক্ত সিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) রাজীব নারায়ণ মিশ্র বলেছেন, 'আমরা ৩৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করছিল, গুজব ছড়াচ্ছিল এবং মিথ্যা তথ্য দিচ্ছিল। কেউ কেউ হোয়াটসঅ্যাপ এবং টুইটারের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছিল। এর সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আমাদের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিজিটাল প্রমাণ রয়েছে এবং যারা কোনও ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল, হাইওয়ে অবরোধ করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

এরই মধ্যে নয়ডায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অশান্তির ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, নয়ডায় যা হয়েছে, তা উত্তরপ্রদেশ সরকারের ব্যর্থতায়। পাশাপাশি আম্বেদকর জয়ন্তীতে বিজেপির সমালোচনায় সরব হয়েছেন অখিলেশ।

মঙ্গলবার সকালে লখনউয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ বলেন, 'বিজেপি সরকারের ১০ বছরের শাসনকালে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সবচেয়ে বেশি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং এখন সেই ভাঙচুরের জন্য দায়ী লোকেরাই নির্বাচনের আগে বাজেট সহায়তা দিয়ে একটি মিথ্যা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মানুষ বিচক্ষণ এবং সতর্ক। আজও দলিত, অনগ্রসর শ্রেণি এবং বিশেষ করে পিডিএ-র বিরুদ্ধে বৈষম্য চলছে।'

নয়ডার ঘটনা প্রসঙ্গে অখিলেশ বলেন, 'নয়ডায় যা ঘটেছে তা এই সরকারের ব্যর্থতার কারণেই ঘটেছে। সরকার এ বিষয়ে জানত এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা এটি ঘটতে দিয়েছে। যদি এটি একটি ষড়যন্ত্র হয়, তবে এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি দায়ী।' অখিলেশ আরও বলেন, '২০২৭ সালে বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছে এবং আমরা সবাই মিলে সামাজিক ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করব।'

হরমুজ অবরোধ নিয়ে চাপানউতোর, তবে আলোচনায় ফিরতে পারে ইরান-আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৪ এপ্রিল: হরমুজ প্রণালী ঘিরে মার্কিন নৌবাহিনীর কড়া অবরোধের তোড়জোড়ের জেরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন মোড়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের বন্দরগুলিতে নাকাবন্দির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বলে দাবি মার্কিন প্রশাসনের। ইসলামাবাদে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে পূর্ববর্তী শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ট্রাম্প এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, অবরোধ অমান্য করলে ইরানের জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হতে পারে। এই কড়া অবস্থানের জেরেই ইরান এখনও কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে বলে মার্কিন সূত্রের দাবি। যদিওএই অবরোধ প্রসঙ্গে তাঁকে খোঁচা দিয়েছে তেহরান।জানিয়েছে, হরমুজ সোশাল মিডিয়া নয়। কেউ ব্লক করলে তাকে পালটা করা যায় না।ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'হরমুজ প্রণালী কোনও সোশ্যাল মিডিয়া নয়। কেউ যদি আপনাকে ব্লক করে, তবে আপনি চাইলেই তাকে পালটা ব্লক করতে পারবেন না।' মধ্যপ্রাচ্যের প্রবল কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই ট্রাম্পকে এমন ব্যাঙ্গাত্মক হুঁশিয়ারি ঘিরে শুরু হয়েছে চর্চা।

তবেজানা গেছে, ইরান ইতিমধ্যেই আলোচনায় ফেরার আগ্রহ দেখিয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, এখন বল ইরানের কোর্টে। আগামী বৃহস্পতিবার দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে নতুন করে বৈঠক শুরু হতে পারে।কূটনৈতিক সূত্রে খবর, সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ ২১ এপ্রিল শেষ হওয়ার আগেই সমঝোতায় পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে। পাকিস্তান ফের বৈঠকের সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে বিবেচনায় রয়েছে, পাশাপাশি জেনেভার নামও আলোচনায়।মার্কিন পক্ষ জানিয়েছে, আগের আলোচনায় ইরানি প্রতিনিধিদের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় বৈঠক ভেঙে যায়। এখন তেহরানের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতির উপরই পরবর্তী অগ্রগতি নির্ভর করবে।

এদিকে ট্রাম্প স্পষ্ট করেছেন, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা ছাড়ে, তবে আমেরিকা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। এই আবহে ব্রিটেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি ওয়াশিংটনে ভ্যান্সের সঙ্গে বৈঠক করে সংঘর্ষবিরতি বজায় রাখার উপর জোর দেন। রাশিয়াও এই ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। ভ্লাদিমির পুতিনের প্রস্তাব অনুযায়ী ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম গ্রহণের বিষয়টি এখনও খোলা রয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন।অন্যদিকে, মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও ইজরায়েল ও লেবাননের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন। ১৯৯৩ সালের পর এই প্রথম এই ধরনের বৈঠক হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডোডা ও লেহতে দফায় দফায় ভূমিকম্প

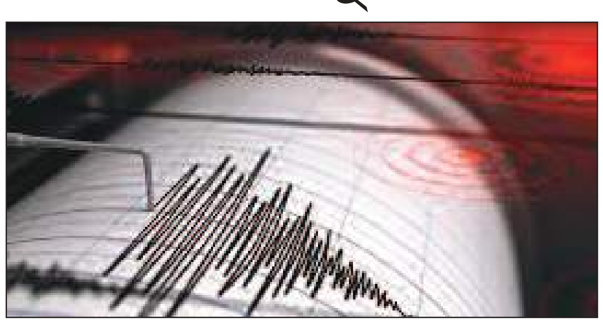

ডোডা, ১৪ এপ্রিল: গত কয়েকদিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের ডোডাজেলা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহতে একাধিক মৃদু কম্পন অনুভূতহয়েছে। এই ঘনঘন কম্পনের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হলেওস্বস্তির বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী,গত৭২ ঘণ্টায় ডোডা জেলায় মোট তিনটি ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে শক্তিশালীকম্পনটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৬। বাকি দু'টি কম্পনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে৩.০ এবং ২.৯। এই মৃদু কম্পনগুলির ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়েপড়ে।

একইভাবে প্রতিবেশী লাদাখের লেহ অঞ্চলেও গত চারদিনে তিনটি ভূমিকম্পেরখবর পাওয়া গিয়েছে। তবে এগুলি তুলনামূলকভাবে কম তীব্রতার ছিল। রিখটার স্কেলে এগুলিরমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২.৬, ৩.২ এবং ৩.০।কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে, এইভূমিকম্পগুলি হালকা হওয়ার কারণে ঘরবাড়ি বা জানমালের কোনও বড় ক্ষতি হয়নি। দুইঅঞ্চলের প্রশাসনিক দপ্তর থেকেই জানানো হয়েছে যে, পরিস্থিতির ওপরনজর রাখা হচ্ছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

হিমাচলে ফের বৃষ্টিও তুষারপাতের পূর্বাভাস: হিমাচল প্রদেশে ১৬ এপ্রিল থেকে আবার বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য হবে না। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ১৫ এপ্রিল থেকে নতুন একটি ঝঞ্ঝা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে ১৬ এপ্রিল উঁচু পাহাড়ে তুষারপাত এবং সমতলে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে শিশু-সহ মৃত ৩, আহত ৩০ জন

আলওয়ার, ১৪ এপ্রিল: রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার যাত্রিবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাসায়নিক বোঝাই ট্রাকে ধাক্কা মারে।সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে, দুর্ঘটনাস্থলেই বাসের চালক, একটি শিশু ও এক মহিলা মারা যান। মঙ্গলবার রেনি থানার অন্তর্গত পিনানের কাছে এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন যাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্টেশন হাউস অফিসার বিনয় সিং বলেন, সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের চালক, এক মহিলা ও এক শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং ৩০ জনেরও বেশি যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি ইন্দোর থেকে দিল্লি যাচ্ছিল।

ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রে বয়লার বিস্ফোরণে মৃত ৯

রায়গড়, ১৪ এপ্রিল: ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলার একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়াও ১৫ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে কিছু শ্রমিক আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকালে বেদান্ত লিমিটেড বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি বয়লার টিউবে বিস্ফোরণটি ঘটে।

শক্তি জেলার পুলিশ সুপার প্রফুল্ল ঠাকুর জানান, শক্তি জেলার সিংঘি তরাই এলাকায় অবস্থিত বেদান্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রে বয়লার বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের রায়গড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই বলেন, 'মর্মান্তিক ঘটনা; সমবেদনা জানাই নিহতদের পরিবারের প্রতি। এই ঘটনার তদন্ত করা হবে।' যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান বিষ্ণুদেও সাই।

তামিলনাড়ুর নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ বিজেপির

চেন্নাই, ১৪ এপ্রিল: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার ইস্তাহার প্রকাশ করেছে বিজেপি। এদিন চেন্নাইতে তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি নাইনার নাগেনথ্রান এবং বিজেপি নেতা কে আন্নামালাই এবং তামিলিসাই সৌন্দরাজন প্রমুখ।

জেপি নাড্ডা এদিন বলেন, 'প্রতিটি ভারতীয় তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি নিয়ে খুব গর্বিত। এই সাংস্কৃতিক রাজধানীকে অপরাধের রাজধানীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ডিএমকে তামিলনাড়ুকে সব ফ্রন্টে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ডিএমকে নারীদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' নাড্ডা আরও বলেন, 'ইস্তাহারের মূল বিষয়গুলি হল যে, আমরা যখন এআইএডিএমকের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসব তখন আমরা সমস্ত পরিবারের মহিলা প্রধানদের জন্য ২ হাজার টাকা মাসিক সহায়তা এবং প্রতিটি পরিবারকে এককালীন ১০ হাজার টাকা প্রদান করব। আমরা প্রতি বছর এলপিজি সিলিন্ডার বিনামূল্যে প্রদান করব। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, যেখানে আপনি প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা পাবেন। প্রত্যেক কৃষককে বছরে ৯ হাজার টাকা দেওয়া হবে।'

আম্বেদকর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

গুজরাত, ১৪ এপ্রিল: সামগ্রিক শিক্ষা সামাজিক সম্প্রীতির চেতনাকে শক্তিশালী করে। মঙ্গলবার ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিনে তাঁকে এভাবে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এদিন ডঃ বিআর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গুজরাতের গান্ধিনগরের লোক ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের চারটি ছবি-সহ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে এ কথা এক্সবার্তায় জানানো হয়। তাতে লেখা, 'সামাজিক সমরস্ত মহোৎসব'-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য সম্প্রীতির চেতনা অপরিহার্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সামগ্রিক শিক্ষা সামাজিক সম্প্রীতির চেতনাকে শক্তিশালী করে।' ভারতরত্ন ডঃ বিআর আম্বেদকরের জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্টজনেরাও। মঙ্গলবার সকালে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংসদ চত্বরে প্রেরণা স্থলে ভারতরত্ন ডঃ বিআর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

১৫-র বৈভব কি ভাঙতে চলেছেন শচীনের রেকর্ড?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বৈভব সূর্যবংশী। বিস্ময় প্রতিভা এই তরুণ ব্যাটারকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সব কিছু ঠিক থাকলে জুন মাসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেই ভারতের জার্সিতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। যদি তা হয়, তাহলে দেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক অভিষেকের নজির গড়বেন বৈভব।

গত কয়েক মাসে নিজের ব্যাটে ঝড় তুলে নজর কেড়েছেন বৈভব। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে মাঠে নামলেই এখন বড় ইনিংসের প্রত্যাশা থাকে সমর্থকদের। ভয়ডরহীন ব্যাটিং এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতায় তিনি ইতিমধ্যেই আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন। গত বছর নিলামে তাঁকে দলে নেয় রাজস্থান। এরপর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলেও জায়গা করে নেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর দুরন্ত ইনিংস ভারতকে শিরোপা এনে দেয়।

চলতি আইপিএলেও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন বৈভব। এখনও পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচে ২০০ রান করেছেন তিনি। গড় ৪০ এবং স্ট্রাইক রেট ২৬৩-এর বেশি। বিশ্বের সেরা বোলারদের বিরুদ্ধেও নির্ভয়ে ব্যাট করছেন এই কিশোর। জশপ্রীত বুমরাহ ও জশ হ্যাজেলউডদের মতো বোলারদের সামলেও বড় শট খেলেছেন তিনি।

জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে ভারত দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে। ব্যস্ত সূচির কারণে তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই তালিকাতেই বৈভবের নাম রয়েছে বলে খবর। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, নির্বাচকদের নজরে রয়েছে এই তরুণ ব্যাটার।প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অনেকেই মনে করছেন, এখনই বৈভবকে বড় মঞ্চে সুযোগ দেওয়া উচিত। সব কিছু ঠিক থাকলে ভারতীয় ক্রিকেটে খুব শিগগিরই শুরু হতে পারে নতুন এক অধ্যায়।

নববর্ষে ব্যাট-বলের মহারণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার আয়োজনে ঐতিহ্যবাহী ২৭তম সিসিডি মিলেনিয়াম কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা জমজমাট আবহে পৌঁছে গেল ফাইনালের দোরগোড়ায়। সোমবার অনুষ্ঠিত হয়কুড়ি ওভারের টুর্নামেন্টের দুই সেমিফাইনাল, যেখানে দারুণ লড়াইয়ের শেষে ফাইনালে জায়গা করে নিল ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া এবং অ্যামেচার ক্রিকেট ক্লাব। প্রথম সেমিফাইনালে ভিএসপি স্পোর্টস একাদশকে ছয় উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেআয়োজক ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া। ৫৬ বলে অপরাজিত ৮৩ রান করে ম্যাচের সেরা হওয়া আরভ দাসকে পুরস্কৃত করেন ক্লাব সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বালক সংঘকেও ছয় উইকেটে হারিয়ে দেয় অ্যামেচার ক্রিকেট ক্লাব।

প্রথমবার আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভবিষ্যতের রূপরেখা দেখছেন শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক

সিএবি মহিলা লিগে লেজার লাইটে স্কোরিং, মেয়েদের ক্রিকেটে নতুন দিশা দেখালেন প্রিয়া ভারতী

শম্ভুনাথ ভৌমিক

মেয়েদের ঘরোয়া ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল কলকাতার রাজস্থান মাঠে। সিএবি মহিলা ক্লাব ক্রিকেট লিগের ম্যাচে খেলার উত্তেজনার পাশাপাশি নজর কাড়ল প্রযুক্তির অভিনব ব্যবহার। স্কোরার প্রিয়া ভারতী লেজার লাইট পদ্ধতিতে স্কোরিং করে গড়লেন নজির, যা এই পর্যায়ের মেয়েদের ক্রিকেটে প্রথম। আম্পায়ারের সিগন্যাল মিলতেই লেজার লাইট জ্বালিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানোর এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিচিত হলেও, ঘরোয়া মহিলা ক্রিকেটে এর প্রয়োগ এতদিন দেখা যায়নি। প্রিয়া নিজের উদ্যোগেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। পাশাপাশি ল্যাপটপে স্কোর আপডেটও চালিয়ে যান সমানতালে। এই প্রয়াসে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সোনালী মন্ডল। ম্যাচের পর্যবেক্ষক ছিলেন অলিভিয়া সেন এবং উপস্থিত ছিলেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

রাজস্থান মাঠে সিএবি মহিলা ক্লাব ক্রিকেট লিগের ম্যাচে স্কোরার প্রিয়া ভারতীর সঙ্গে সোনালী মন্ডল ও অন্যান্যরা

মাঠে দায়িত্বে ছিলেন আম্পায়ার বিউটি চক্রবর্তী ও বিমল চন্দ্র দে।

খেলায় রাজস্থান ক্লাব ২ উইকেটে ২৮০ রান তোলে। জবাবে বরিশা স্পোর্টিং ক্লাব ১৫৮ রানে অলআউট হয়ে ১২২ রানে পরাজিত হয়। তবে দিনের শেষে ফলাফলের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে আসে প্রিয়া ভারতীর এই আধুনিক স্কোরিং পদ্ধতি, যা ভবিষ্যতে মেয়েদের ক্রিকেটে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলেই মনে করছেন ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

চেন্নাইয়ের কাছেও হার, লাস্ট বয় কেকেআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যর্থতার তালিকায় আরও একটি হতাশাজনক অধ্যায় যোগ হল মঙ্গলবার। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৩২ রানে হেরে কার্যত নিজেদের দুর্বলতাকেই আরও স্পষ্ট করে দিল অজিঙ্কে রাহানের দল। ব্যাটিং, বোলিং থেকে শুরু করে নেতৃত্ব;তিন বিভাগেই এদিন পিছিয়ে দেখা গেল কেকেআরকে। মরসুমের মাঝপথেই দলটির পারফরম্যান্স নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কেকেআর। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল, তা প্রথম ছয় ওভারেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পাওয়ার প্লেতে চেন্নাই অনায়াসে তুলে ফেলে ৭২ রান। কেকেআরের বোলাররা শুরু থেকেই লাইন-লেংথ খুঁজে পাননি। নতুন বলে কোনও চাপই তৈরি করতে পারেননি তারা। ফলে চেন্নাইয়ের ব্যাটাররা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকেন।

সঞ্জু স্যামসন ৪৮ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তাঁর সঙ্গে আয়ুশ মাত্রে ৩৮ এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৪১ রানের ঝোড়ো ক্যামিও চেন্নাইকে বড় স্কোরের ভিত গড়ে দেয়। ১৬ ওভার পর্যন্ত রানরেট ১০-এর আশেপাশে ছিল। যদিও শেষ দিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে কেকেআর, তবু চেন্নাই ৫ উইকেটে ১৯২ রান তুলে নেয়। চিপকের মন্থর পিচে এই লক্ষ্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল।

জবাবে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে নাইটরা। ওপেন করতে নামানো হয় সুনীল নারিনকে। তিনি ১৭ বলে ২৪ রান করলেও তাঁর স্বাভাবিক বিধ্বংসী মেজাজ দেখা যায়নি। অন্যদিকে নিয়মিত ওপেনার ফিন অ্যালেন আবারও ব্যর্থ হয়ে মাত্র ১ রান করে ফেরেন। এরপর অধিনায়ক রাহানে ২২ বলে ২৮ রান করলেও সেই ইনিংসে গতি ছিল না। রঘুবংশী ২৭ রান করলেও বড় কিছু করতে পারেননি।